সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ : ৬৪
সংখ্যা : ৪৫-৪৬
বার : সোমবার

২১ আগস্ট- ২০২৩ ঈসায়ী
০৬ ভাদ্র- ১৪৩০ বাংলা
০৪ সফর- ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বিমুক্তরাই প্রকৃত নির্বোধ**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- ☐ **প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা** ০৭
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা**
    আবু সা‘আদ ড. মো. ওসমান গনী- ০৮
  - ❖ **মৃত্যুর বৃত্তান্ত**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ১০
  - ❖ **কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না**
    এম. আব্দুর রাকীব মাদানী- ১৫
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **মহান আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিসের গুরুত্ব**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ১৭
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ১৯
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **রাগ নয় অনুরাগে সফলতা**
    সাইফুল্লাহ্ ত্রিশালী- ২১
- ✍ **বিস্ময়-বৈচিত্র্য :**
  - ❖ **নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু**
    মো. হারুনুর রশিদ- ২৪
- ✍ **কিশোর ভূবন :**
  - ❖ **জান্নাতে একটি বাগানের বিনিময়ে খেজুরের বাগান দান**
    আবু তাসনীম- ৩০
- ✍ **কবিতা** ৩৩
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৪
- ✍ **শুব্বান সংবাদ** ৩৬
- ☐ **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৩৯
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- ✍ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

ঐতিহ্যের স্মারক সাপ্তাহিক আরাফাত

সাপ্তাহিক আরাফাত সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইসলামী মূল্যবোধের এক জীবন্ত স্মারক। এটি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর মুখপত্র। ১৯৫৭ সাল থেকে প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। বাংলার প্রথিতযশা গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রসেনানী আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)-এর হাতে এ সাময়িকীটির সূচনা। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এ যাবৎকাল ধরে নিজ স্বকীয়তায় ভাস্বর সাপ্তাহিক আরাফাত। ইসলামী সাহিত্য পত্রিকার বৈচিত্র্যময়তা এটির অনন্য বৈশিষ্ট্য। দারসে কুরআন, দারসে হাদীস, আল-কুরআনের জ্যোতি, প্রিয় নবীর প্রিয় কথা, সময়োপযোগী বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, ক্বাসাসুল কুরআন, ক্বাসাসুল হাদীস, বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদ, সমাজচিন্তা, মহিলাজগৎ, বিজ্ঞান-বিস্ময়, স্বাস্থ্য সচেতনতা, জমঈয়ত সংবাদ, ফাতওয়া ও মাসায়েল এবং কবিতা গুচ্ছ দিয়ে সাজানো এক মননশীল সাহিত্য-সাময়িকী আমাদের প্রিয় সাপ্তাহিক আরাফাত।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারে এ পত্রিকার খেদমতকে কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই। আরাফাত পরিবার মানেই জমঈয়তে আহলে হাদীস তথা সত্যানুসন্ধিৎসুগণের পরম বিচরণ ক্ষেত্র। জ্ঞান-পিপাসুগণের খোরাক মেটাতে অবিরাম জারি রেখেছে তার ফল্গুধারা। এটি একটি নীরব বিপ্লবের বিশেষ দর্পণ, যা মানুষের 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের সংশোধনের উত্তম প্রতিষেধক। 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর চিন্তা-চেতনা, সংস্কার ও দা'ওয়াতি কার্যক্রম বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে "মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক"। সাপ্তাহিক আরাফাতের সফলতা মানে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র সফলতা। সংগঠন এ পত্রিকার জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে এবং লক্ষাধিক পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে এটি বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার জগতে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

সংগঠনের সর্বস্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধী এ পত্রিকার জন্য একাত্মা হয়ে কাজ করলে এটি আরো সমৃদ্ধ হবে এবং বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে অনায়াসে। আমি আরাফাত পড়বো, অপরকে পড়তে দেব, লিখবো, প্রতিভাবানদের লিখতে উদ্বুদ্ধ করব, গঠনমূলক সমালোচনা করবো, গ্রাহক তৈরি করব এবং সঠিক দ্বীনের দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসেবে এটি মানুষের হাতে তুলে দেব– তবেই তো ঘটবে এর প্রচার ও প্রসার। আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। কে করল আর কে করল না সেদিকে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই। আত্মজিজ্ঞাসা– আমি কি সাপ্তাহিক আরাফাতকে মনে-প্রাণে ভালোবাসী? আমি কি এ পত্রিকার প্রচার-প্রসার চাই? আমার কথায়, বক্তৃতায় ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে আমি কি এ পত্রিকাটির কথা তুলে ধরি? নিজে পড়ি এবং অপরকে পড়তে বলি? যদি এমনটি হয়, তাহলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মাঝে 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের অকুণ্ঠাপ্রচারক সাপ্তাহিক আরাফাত গগনচুম্বী সফলতায় উন্নীত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হে জমঈয়ত দরদী ভাই ও বোনেরা! 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' তো প্রচলিত রাজনীতি মুক্ত সংস্কারবাদী একটি দা'ওয়াতি সংগঠন। সহীহ দ্বীনের প্রচার করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আর জমঈয়ত সে দায়িত্বের সমন্বয়ক মাত্র। আমাদের সকলকে এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। কারো প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে সত্য প্রচার থেকে আমরা কখনো নিজেকে নিবৃত রাখতে পারি না। ঈমানী দায়িত্ব মনে করে প্রতিদিনের রুটিনে জমঈয়তের জন্য কিছু সময় ব্যয় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্যবোধ সবার মনে জাগ্রত হলে সাপ্তাহিক আরাফাত বাংলাদেশের বোদ্ধা পাঠকগণের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। দা'ওয়াতের পথ হবে মসৃণ এবং আরাফাত হবে আমাদের যথার্থ মুখপত্র।

আসুন! আমরা সবাই দা'ওয়াতের একটি মাধ্যম হিসেবে এ পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বিমুক্তরাই প্রকৃত নির্বোধ

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

সরল অনুবাদ

“যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে? পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; পরকালেও সে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্যতম। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, ‘আত্মসমর্পণ করো।’ সে বলেছিল, ‘বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলাম।’ আর ইব্‌রাহীম ও ইয়াকুব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।”[১]

বিশেষ পরিভাষা

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ﴾ এখানে অস্বীকৃতি অর্থ-জ্ঞাপক প্রশ্ন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- বিমুখ হবে না। মূলত এর দ্বারা কাফিরদের কুফ্‌রীকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ﴿مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ **অর্থ :** ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসৃত পথ। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিখাঁদ তাওহীদ, যাতে কোনো প্রকার শির্‌কের কদর্য থাকবে না। ﴿سَفِهَ﴾ **অর্থ :** নির্বোধ, বোকা ও অজ্ঞ ইত্যাদি। ﴿اصْطَفَيْنَاهُ﴾ **অর্থ :** আমরা তাকে নির্বাচন করেছি। এখানে সে সময়ের জন্য রাসূল হিসেবে নির্বাচন করাকে বুঝানো হয়েছে। ﴿أَسْلِمْ﴾ **অর্থ :** তুমি বশ্যতা স্বীকার করো। ‘ইবাদতে আল্লাহর তাওহীদ নিষ্ঠার সাথে পালনে বদ্ধপরিকর হও! ﴿الْعَالَمِينَ﴾ এটি (عالم) শব্দের বহুবচন। **অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া সব সৃষ্টিকে বুঝায়। যদ্দ্বারা মহান আল্লাহ-ই এ সবের একমাত্র স্রষ্টা-এ কথার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রমাণিত হয়। ﴿وَوَصَّىٰ﴾ **অর্থ :** দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণময় কথা ও কর্মের দিকে পথনির্দেশ করা। ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ﴾ **অর্থ :** মৃত্যু আশা পর্যন্ত তোমরা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; কখনো ইসলামকে পরিত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করো না।

শানে নুযূল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট

ইবনু ‘উআইনা বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম তার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সালামাহ্ ও মুহাজিরকে ইসলামের দা‘ওয়াত দিলেন। সে সময় তাদেরকে তিনি বললেন, তোমরা তাওরাত কিতাব হতে জেনেছ যে, আল্লাহ তা‘আলা ইসমা‘ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর হতে আহমাদ নামে একজন নবী প্রেরণ করবেন। যে ব্যক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যে ঈমান আনবে না, সে অভিশপ্ত হবে। একথা শ্রবণ করার পর সালামাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মুহাজির তা প্রত্যাখ্যান করলো। এ প্রসঙ্গে বক্ষমান দারসের প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾

“আর যে ব্যক্তি ইব্‌রাহীমী মিল্লাত হতে বিমুখ হবে।”

এ আয়াতে আল্লাহ প্রকৃত নির্বোধদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, ইব্‌রাহীমকে যত পরীক্ষা করা হয়েছে,

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৩০-১৩২।*

[২] *‘আত-তাফসীর আল-মুনীর’- ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, দারুল ফিক্‌র, দামেস্ক, ১/৩৪৪।*

তিনি সবক'টিতে সফলতা লাভ করেন। আল্লাহর ঘর কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দিলেন, সেটিও তিনি যথাযথ বাস্তবায়ন করেন এবং সেটিকে পবিত্রকরতঃ আল্লাহর 'ইবাদতের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুত করেন। তিনি শির্ক ও মুশরিক হতে নিজেকে মুক্ত-পবিত্র ঘোষণা করেন। এটিই হচ্ছে মুক্তির চূড়ান্ত পথ। নিখাঁদ তাওহীদের এ সরল পথ হতে যে বিমুখ হবে অর্থাৎ- অবিমিশ্রিত খাঁটি ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে, প্রকৃত অর্থে সে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলো। কেননা সে কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ক্ষতিই করলো। এ রূপ ব্যক্তিরাই যথার্থ অর্থে নীচ ও অর্বাচীন। আল্লাহ তো এ পৃথিবীতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁকে নবীগণের পিতা বানিয়েছেন। তাঁর নীতিমালা অনুসরণ করে যারা বিশুদ্ধ ঈমান-'আক্বীদাহ্ পোষণ করবে, তাদের কল্যাণকর কাজের সাক্ষীদাতা হিসেবে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে মনোনীত করেছেন। আর এটিই হচ্ছে তাঁর জন্য সুসংবাদ। আখিরাতে তিনিই হবেন বিজয়ীদের অন্যতম।

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾

"আর যখন (ইব্রাহীমের) রব তাকে বললেন– তুমি বশ্যতা স্বীকার করো।"

এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবী ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বিধৃত করেছেন। আর তা হচ্ছে– দৃঢ়চিত্তে মহান আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাওহীদ মানতে আদেশ করলেন, তখন তিনি কোনো প্রকার সংকোচ না করে মনের গভীর হতে একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বাচনিক উক্তি উদ্ধৃত হয় এভাবে–

﴿إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"আমি একনিষ্ঠ হয়ে তার (আল্লাহর) দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি আসমান ও যমীনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[৩]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ﴾

"আর (আল্লাহ) ইব্রাহীম, তার সন্তান ও ইয়াকুবকে (সে পথ) ধারণ করতে নির্দেশনা দিলেন।"

এ আয়াতে আল্লাহ নিখাঁদ তাওহীদের দিকপাল ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর বংশধর যে সঠিক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর সন্তান বলতে হাজেরার গর্ভজাত প্রথম ছেলে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর কথা বুঝিয়েছেন। যাঁকে দুগ্ধপান অবস্থায় মাসহ মক্কায় বায়তুল্লাহর নিকটে রেখে গিয়েছিলেন। অতঃপর তার চৌদ্দ বছর পর সারাহ-এর কোল উজ্জ্বল করে দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকুবের জন্ম হয়।[৪] ইসলাম আদি দ্বীন, যা মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন হতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ দ্বীন মহান আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।"[৫] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

"অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" এ উপদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা ইসলামের উপর স্থির থেক![৬]

ইব্রাহীমী মিল্লাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১. একাই একটি উম্মাত : ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর নিখাঁদ তাওহীদের উপর অবিচল ও সরল পথে দৃঢ় থাকার কারণে আল্লাহ প্রদত্ত 'একনিষ্ঠ উম্মাহ' খেতাবে ভূষিত ছিলেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ﴾

---

[৩] *সূরাহ্ আল আন'আম : ৭৯।*

[৪] *তাফসীরে কুরতুবী- ২/১৩৫, গৃহীত : ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী 'আত-তাফসীর আল-মুনীর' দারুল ফিক্র-দামেস্ক ১/৩৪৬।*

[৫] *সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান : ১৯।*

[৬] *'আল-বাহরুল মুহীত্ব'- ১/৩৯৯, গৃহীত : ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী 'আত-তাফসীর আল-মুনীর' দারুল ফিক্র-দামেস্ক, ১/৩৪৬।*

"ইব্‌রাহীম ছিল আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত একনিষ্ঠ এক উম্মত। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহর নিয়ামতরাজির জন্য শোকরগুযার। আল্লাহ তাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাকে সরল পথ দেখিয়ে ছিলেন।"[৭]

২. শির্‌ক ও মুশরিক মুক্ত : ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) তাওহীদের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার শির্‌কের কদর্য হতে পবিত্র ছিলেন। সাথে সাথে তিনি মুশরিকদের সখ্যতা পরিত্যাগ করে কলঙ্কমুক্ত জীবন-যাপন করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ...﴾

"ইব্‌রাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– তোমাদের সঙ্গে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদত করো, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে...।"[৮]

৩. মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে বদ্ধপরিকর : ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বান্দা। আল্লাহর 'ইবাদতে ছিলেন নিষ্ঠাবান। পিতা ও গোত্রের মহাব্বত তাঁকে আল্লাহর তাওহীদ হতে সামান্য বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নে ছিলেন পূর্ণ নিবেদিত। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذِ ابْتَلٰى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ﴾

"আর স্মরণ করো! যখন ইব্‌রাহীমকে তার প্রতিপালক কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে সেগুলো পূর্ণ করলো। তখন আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করেছি। ইব্‌রাহীম আরয করল, আর আমর বংশধর হতেও? নির্দেশ হলো– আমার অঙ্গীকারের মধ্যে যালিমরা অন্তর্ভুক্ত হবে না।"[৯]

দারসের শিক্ষাসমূহ

১. মহান আল্লাহর জন্য যাবতীয় 'ইবাদত নিবেদন করার মাঝেই 'উবুদিয়্যাত তথা বান্দেগীর স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে। মুসলিমের মাথা কেবল মহান আল্লাহর জন্যই নত হবে। আর সর্বত্র তারা শীর উচু করে স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করবে।

২. বিশুদ্ধ 'আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত মিল্লাত বা তরীকা হলো ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসৃত পথ। এ পথ মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথের দিশা দেয়।

৩. যারা নিখাঁদ তাওহীদে বিশ্বাসী হবে না, তারা একান্তই নির্বোধ। নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে বৈ আর কিছু না।

৪. আল্লাহর দীন মানার মধ্যেই মানবজাতির প্রকৃত সফলতা নিহিত; অন্য কোনো পথে মুক্তি সম্ভব নয়।

৫. ঈমান আনার পর তাতে সুদৃঢ় থাকা আবশ্যক। একজন মুসলিম সর্বদা এ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে যে, ঈমানের উপর যেন তার মৃত্যু হয়।

উপসংহার

মানুষ বড়ো বোকা। দুনিয়াবী সামান্য স্বার্থের কারণে দীন ও ঈমানকে বিক্রি করে দেয়। ফলে সে সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষতিতে নিপতিত হয়। অথচ মানুষের মুক্তির পথনির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী নাযিল করেছেন। নবী ও রাসূল প্রেরণ করে সরল পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ই সফলতার মূলমন্ত্র। ঈমানের অগ্নী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ। আর তাওহীদের দাবি ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হবে না, যতক্ষণ না মহান আল্লাহর 'ইবাদত করব এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তি হতে বিমুক্ত হয়ে আদর্শ জীবন-যাপন করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিশুদ্ধ 'আক্বীদার নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

[৭] *সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল : ১২০-১২১।*
[৮] *সূরাহ্ আল মুমতাহিনাহ্ : ৪।*
[৯] *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১২৪।*

প্রিয় নবী (ﷺ)-এর প্রিয় কথা

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

❁ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ". قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوْا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ".

✍ নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, এর নিকটবর্তী পন্থা ধারণ করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো, কারো 'আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন : আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। তোমরা জেনে রাখো, নিয়মিত 'আমলই মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় 'আমল, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১৮)*

❁ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ "مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ". فَقِيْلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ "وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيْ رَبِّيْ بِرَحْمَةٍ".

✍ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন : তোমাদের মাঝে এমন কোনো লোক নেই, যার 'আমল তাকে জান্নাতে দাখিল করাতে পারে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও নই। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি তার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৮১৬)*

❁ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ : رُفِعَ إِلى رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) ابن ابنته وهو في الموت، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ)، فَقَالَ له سَعْدٌ : مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تعالى فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».

✍ উসামাহ্ ইবনু জায়িদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাঁর নাতিকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেশ করা হলো। (তাকে দেখে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে গেল। সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা কী?' তিনি বললেন, "এটা হচ্ছে রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৫৫, ৬৬৫৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১/৯২৩)*

❁ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، قَالَ : «أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوْا : الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ».

✍ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে?" তাঁরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোনো দিরহাম এবং কোনো আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গাল দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ(অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ(অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৯/২৫৮১)*

প্রবন্ধ

মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০২]

২. আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে ক্বওমে নূহ্-এর পরে ক্বওমে 'আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হূদ (আলাইহিস সালাম) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী 'আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। হূদ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন এদেরই বংশধর। নির্মাণশিল্পে তারা ছিলেন জগৎসেরা। তারা সুরম্য অট্টালিকা ও বাগান তৈরি করত। তাদের তৈরি ইরাম-এর মতো অনিন্দ্য সুন্দর শহর পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। তারা অঙ্কন শিল্পেও ছিলেন দক্ষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যেমন অগ্রসর ছিলেন, তেমনি সংস্কৃতিতেও অনন্য। তারা ছিলেন সুঠামদেহী ও বিরাট আকৃতির। আল্লাহ তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার অবারিত করেছিলেন। কিন্তু ভেদবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামত তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তারা দম্ভ করে বলতে লাগলো, 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে?' তারা এক আল্লাহর 'ইবাদত ছেড়ে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ তাদের হিদায়েতের জন্য হূদ (আলাইহিস সালাম)-কে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আহ্বানের ভাষা চয়ন করে আমাদের জানিয়েছেন–

﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ﴾

"হে আমার সম্প্রদায়! (আদ জাতি) তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করো; তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি[১০] আরো বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।"[১১]

কিন্তু হতভাগা দল হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর কোনো কথায় কর্ণপাত করল না। তারা মহান আল্লাহর 'ইবাদত পরিত্যাগ করে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর আমলে ফেলে আসা মূর্তিপূজার শির্ক-এর পুনরায় প্রচলন ঘটালো। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। ফলে আদদের এলাকা দেখা দিলো প্রচণ্ড খরা। এতে তিন বছর তারা দুর্ভিক্ষের মধ্যে কাটালো। তারপরও তাদের স্বভাব-চরিত্রে কোনো পরিবর্তন হলো না। তাদের অবস্থা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মানব জাতির নিকট অত্যুত্তম নসিহত হিসেবে আজও তা সমাদৃত। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড় তুফানরূপে মহান আল্লাহর আজাব নেমে এলো। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ী ঘর ধসে গেল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, গৃহ ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল। 'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আজাব নাজিল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হূদ (আলাইহিস সালাম) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আজাব হতে রক্ষা করেন।[১২]

প্রতিপালককে অস্বীকার করার মর্মন্তুদ পরিণাম প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَأُتْبِعُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ﴾

"দুনিয়াতে তাদের পিছনে লানত রয়েছে, আর কিয়ামতের দিনেও। জেনে রেখ, 'আদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ! ধ্বংস করা হয়েছিল 'আদকে যারা ছিল হূদের সম্প্রদায়।"[১৩]

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১০] এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাঁর মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন বল ও জনবল সবই। তাওবাহ্ ও ইস্তেগফারের বদৌলতে দুনিয়াতেও ধন সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

[১১] সূরা হূদ : ৫২।

[১২] দেখুন– সূরা আল আ'রাফ : ৬৫-৭২; সূরা আশ্ শু'আরা- : ১২৮-১৩৯; সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ১৪-১৬; সূরা আল আহক্বাফ : ২১-২৬; সূরা আল হা-ক্বক্বাহ্ : ৭-৮; সূরা আল ফাজর : ৬-৮ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা হূদ (আলাইহিস সালাম) ও আদ জাতির বর্ননা দেন।

[১৩] সূরা হূদ : ৬০।

এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর ভয়ার্ত বাচনিক উদ্ধৃতি উল্লেখ্য–

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মেঘ বা ঝড় দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলতেন– হে 'আয়িশাহ্! এই মেঘ ও তার মধ্যকার ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা মেঘ দেখে খুশি হয়ে বলেছিল, 'এটি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে'।

৩. মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে আদ জাতির পর সামুদ ছিল তৃতীয় জাতি।

আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে সালেহ (আলাইহিস সালাম) কওমে সামূদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন। সামুদ জাতি শিল্প ও সংস্কৃতিতে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। আদ জাতির পর তারাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী জাতি। কিন্তু তাদের জীবনযাপনের মান যতটা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল, মানবিকতা ও নৈতিকতার মান ততই নিম্নগামী ছিল। সমাজে কুফ্র শির্ক ও পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটেছিল। অন্যায় ও অবিচারে সমাজ জর্জরিত হতে থাকে। সমাজে নেতৃত্ব দানকারী অসৎ লোকদের প্ররোচনায় অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। তিনি তার কওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখান করে বলল– "এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজি আছি? সালেহ (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযাহ্ প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর তাহলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আজাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হলো না। আল্লাহ তা'আলার তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযাহ্ প্রকাশ করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলী সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনোরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আজাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। উষ্ট্রীটির হত্যার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কর্তৃত্ব ও অমোঘ ওয়াদা প্রসঙ্গে বলেন–

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾

অর্থাৎ- "কিন্তু তারা উষ্ট্রীটির পাগুলো কেটে ফেলল। তখন সে তাদেরকে বলল, 'তোমরা তোমাদের ঘরে তিনটি দিন জীবন উপভোগ করে নাও, এটা এমন এক ওয়াদা যা মিথ্যে হতে পারে না'।"[১৪]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। সালেহ (আলাইহিস সালাম) ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হলো। এ ছিল জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোনো জীবজন্তুর নেই। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল। এদের ধ্বংস করার জন্য গর্জন শুধু নয়; ভূমিকম্পও হয়েছিল। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদেও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾

অর্থ : "অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।"[১৫]

এতে বুঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মুফাস্সিরগণ বলেন, উভয় আয়াতের মমার্থে কোনো বিরোধ নেই। হয়ত প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল। হতভাগাদের উপর নিপতিত শাস্তি ও করুন পরিণতি সম্পর্কে কুরআনে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে উল্লেখ আছে–

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾

"আর সেই অত্যাচারীদেরকে এক প্রচণ্ড গর্জন এসে পাকড়াও করল; ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে (মৃত অবস্থায়) উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"[১৬] "যেন তারা সেখানে কোনো দিনই বাস করেনি।"[১৭]

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

---

[১৪] সূরা হূদ : ৬৫।
[১৫] সূরা আল আ'রাফ : ৭৮।
[১৬] সূরা হূদ : ৬৭।
[১৭] সূরা হূদ : ৬৮।

মৃত্যুর বৃত্তান্ত

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

[পর্ব- ০১]

মৃত্যু কী?

মৃত্যু হলো– জীবন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ অবসান যা সকল জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে ঘটে। মৃত্যু বলতে জীবনের সমাপ্তিকে বুঝায়। এসময়ে প্রাণের বিয়োজন ঘটে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

অর্থাৎ- "মানুষের প্রাণ হরণ করা হয় তার মৃত্যুর সময়ে। আর যে বেঁচে থাকে তার নিদ্রাকালে। যার মৃত্যু অবধারিত নিদ্রাপরবর্তী সময়েও তার প্রাণ ছাড়া হয় না। অন্যদের প্রাণ ছেড়ে দেয়া হয় এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সে নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে তাদেরও মৃত্যু ঘটে।"[১৮]

তখন তাদের মাঝে আর প্রাণের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ সুন্দর সুঠাম দেহটিও তখন নীরব-নিথর হয়ে পড়ে থাকে। এভাবেই জীবনের চিরপরিসমাপ্তি ঘটে। সবকিছু হারিয়ে যায়। এমনকি তার নামটি পর্যন্ত। তখন আর কেউ নামটি বলেও সম্বোধন করে না। সবাই তাকে "লাশ" বলে সম্বোধন করে। মৃত্যু এটি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার একটি আদেশ মাত্র।

জীববিজ্ঞানের ভাষায়– প্রাণ আছে এমন কোনো জৈব পদার্থের জীবনের সমাপ্তিকে মৃত্যু বলে। অন্যকথায়, মৃত্যু হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন সকল শারীরিক কর্মকাণ্ড যেমন- শ্বসন, খাদ্য গ্রহণ, ইত্যাদি থেমে যায়। কোনো জীবের যখন মৃত্যু হয় তখন তাকে মৃত বলা হয়। মৃত্যু এক চিরন্তন ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা। মৃত্যুর সময় গভীর আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার কারণে মানুষ একধরনের উদভ্রান্ততা বা অপ্রকৃতিস্ততা অনুভব করে। যদিও বাস্তবে সে উদভ্রান্ত-মাতাল নয়। মৃত্যু তাকে এক নতুন জগতে যেতে বাধ্য করে, যে জগৎ একেবারে অপরিচিত ও পুরোপুরি ভিন্ন। এ সময় সে এক নতুন দৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে।

একটি প্রাণীর মৃত্যু বিভিন্ন স্তরে ঘটে থাকে। নির্দিষ্ট অঙ্গ, কোষ বা কোষাংশের মৃত্যু ঘটে। হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, চলন, নড়াচড়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও মস্তিষ্কের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরপরই পার্শ্ববর্তী পরিবেশের প্রভাবে দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মৃত্যুর খানিক বাদেই রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। পাঁচ থেকে দশ ঘন্টা পরে কঙ্কালের পেশীগুলো শক্ত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে দেহের পচন ঘটে। এভাবেই চিরসমাপ্তি ঘটে একটি জিবন্ত প্রাণীর।

কারা কারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে?

কাউকেই চিরজীবন দান করা হয়নি। জন্ম যাদের হয়েছে তাদের সকলের জন্যই মৃত্যু অবধারিত। কবি বলেন–

الموت كاس وكل الناس شاربه،

والقبر باب وكل الناس داخله.

অর্থ-

মৃত্যু এমন একটি শরবতের পেয়ালা যা থেকে সকলকে পান করতে হবে

এবং কবর এমন এক দরজা যা দিয়ে সকলকেই প্রবেশ করতে হবে।

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মদ (ﷺ)-এরও মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ﴾

অর্থ- "নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও হবে।"[১৯] সুতরাং কেউই এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা অন্যত্র বলেন–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾

অর্থ- "সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"[২০]

শুধু মানুষই নয়, মৃত্যুবরণ করবে– সকল জিন্-শয়তান, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, তরু-লতা। এককথায় সৃষ্টিজগতের সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু হবে না শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পবিত্র সত্তার। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ﴾

---

* *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১৮] *সূরা আয্ যুমার : ৪২।*

[১৯] *সূরা আয্ যুমার : ৩০।*

[২০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৫।*

অর্থ- "পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে, একমাত্র তোমার প্রতিপালকের পবিত্র সত্তা অবশিষ্ট থাকবে।"[২১]

তিনি অন্যত্র আরো বলেন–

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

অর্থ- "তাঁর সত্ত্বা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।"[২২]

মৃত্যু থেকে পলায়ণের চেষ্টা : কেউই মৃত্যুবরণ করতে চায় না। সকলেই তো অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকতে চায়। চায় মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াতে। কিন্তু কি লাভ? মৃত্যু থেকে কি পালিয়ে বাঁচা যায়? কখনো না। আপনি যেখানেই থাকেন মৃত্যু থেকে পালাতে পারবেন না। মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করবেই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থ- "তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাতে চাও, সে মৃত্যুর সাথে অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর তোমাদেরকে সে আল্লাহর কাছে ফেরত পাঠানো হবে। যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন এবং তিনি তোমাদের সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।"[২৩]

অন্যত্র তিনি বলেন–

﴿أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

অর্থ- "তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান করো, তবুও।"[২৪]

সুতরাং মৃত্যু থেকে পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই; বরং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সুখে থাকার জন্য এই দুনিয়ায় পুণ্যের কাজ করাই লাভজনক।

মৃত্যু সৃষ্টির রহস্য : একবার ভেবে দেখুন! মৃত্যু যদি না থাকতো তাহলে সেটা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হত? কখনোই না। মৃত্যু আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর! প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল মানুষ যদি বেঁচে থাকতো, মৃত্যু যদি কারো কাছে না আসতো তাহলে মানুষের পদভারে পৃথিবী হতো বসবাসের অযোগ্য। মারামারি, ঝগড়া-ঝাটি, অন্যায়-অবিচার, জোর-যবরদস্তি, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজি ও এ জাতীয় সকল কর্মকাণ্ড থেকে মৃত্যু ভয়েও কিছু মানুষ বেঁচে থাকে। মৃত্যু যদি না থাকতো মানুষ হতো নিষ্ঠুর দৈত্য। মানুষের লাগামহীন অপকর্মের কারণে তখন পৃথিবীতে বসবাস করাটাই হয়ে যেত একেবারে অসম্ভব। আজ আমরা যে যেই পরিমাণ সম্পদের মালিক সেজে বসে আছি মৃত্যু যদি না থাকতো তাহলে উত্তরাধিকারী সূত্রে সে সম্পদের মালিকানাও আমরা পেতাম না। মৃত্যুকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই আসলে জীবন এতটা সুন্দর! আর এ জন্য জীবন সৃষ্টি করার পূর্বেই মৃত্যুকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যু প্রবীণদের বিদায় দেওয়ার মাধ্যমে নবীনদেরকে এ ধরায় স্বাগত জানায়, তাদের অধিকার দেয়, ক্ষমতায়ণ করে। এ মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখা তাই সকলেরই কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও বলেছেন–

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.

অর্থাৎ- তোমরা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।"[২৫]

মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করলেই তো জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর ইচ্ছে জাগে, মন চায়- জীবনটাকে উত্তমরূপে গঠন করতঃ উন্নত জীবন লাভ করতে। তাই বলা যায়, মৃত্যুই দেয় উন্নত জীবন লাভে জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করার অনুপ্রেরণা। দুষ্ট লোকের মৃত্যুর ফলে তার সকল অমানবিক আচরণ, পাশবিক নির্যাতন ও দুষ্কর্ম থেকে প্রতিবেশীরা মুক্তি পায়। মৃত্যুর মাধ্যমে পুণ্যবান ব্যক্তি সুখ-সমৃদ্ধ অনন্ত জীবন লাভ করে। দর্শন লাভ করে মহান স্রষ্টার। এ সংক্ষিপ্ত দুনিয়াবী জীবনে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ? তা জানার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে– "মৃত্যু"। মৃত্যু সৃষ্টির এটাই মূল রহস্য।

---

[২১] *সূরা আর্ রহ্মান : ২৬-২৭।*
[২২] *সূরা আল ক্বাসাস : ৮৮।*
[২৩] *সূরা আল জুমু'আহ্ : ৮।*
[২৪] *সূরা আন্ নিসা : ৭৮।*
[২৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- অধ্যায় : জানাযা, অনুচ্ছেদ : মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা, হা. ১৮২৪।*

মৃত্যুর সংকেত : মৃত্যু প্রতিদিন প্রত্যেককে সংকেত পাঠাচ্ছে। অথচ আমরা অনেকেই তা উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের অনেকেই দুনিয়ার মোহে পড়ে মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলে গেছি। এমনকি অনেক অসুখ-বিসুখকেও আমরা তুচ্ছ মনে করি, এতেও মৃত্যুর কথা মনে করি না। অথচ এ অসুখ-বিসুখই আমাদের কাছে আসা মৃত্যুর সংকেত। ছোট্ট সোনামণির একটি একটি করে দাঁত উঠলো, তারপর দুধদাঁত পড়ে গিয়ে আবারো নতুন করে দাঁত উঠলো, একেক করে সে দাঁতগুলোও পড়ে যাচ্ছে তবুও কি আমরা মৃত্যুর সংকেত খুঁজে পাচ্ছি না? চুল, দাড়ি-গোঁফ একটি একটি করে সাদা হতে শুরু করলো, আমরা সেগুলোকে টেনে টেনে উঠানোর চেষ্টা করছি। কেউ তো আবার সাদা চুলে কালো খিজাব লাগিয়ে মৃত্যুর সংকেত ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। মৃত্যুর সংকেত আমরা ভুলে গেলেও মৃত্যু কিন্তু আমাদেরকে ভুলে না। যথাসময়ে সে ঠিকই চলে আসে। প্রত্যেক রাতে ঘুমের মাঝেও সে আমাদের সংকেত পাঠায় যদি আমরা বুঝি। এ ঘুম তো মানুষকে একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

اَلنَّوْمُ أَخُوْ الْمَوْتِ وَلَا يَمُوْتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ- ঘুম তো মৃত্যুরই ভাই। আর জান্নাতিরা জান্নাতে মৃত্যুবরণ করবে না।[২৬]

মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ (মৃত্যুর ধাপসমূহ) : কোন ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তার কাছে ছয়টি ধাপে তা প্রকাশিত হয়।

প্রথম ধাপ : কারো জীবনের যেদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দিবেন ঐ ব্যক্তির "রুহ্" কবজ করে নিয়ে আসতে। এই দিনটিকে বলা হয় "ইয়াউমুল মাউত"। এই দিনেও সে বুঝতে পারবে না যে, এই দিনটিই তার সেই নির্ধারিত মৃত্যুর দিন। মৃত্যুর বিষয়টি উপলব্ধি না করা সত্ত্বেও এই দিনে সে তার দেহে কিছু পরিবর্তন অনুভব করবে। মু'মিন (পূণ্যবান) হলে তার অন্তর প্রশান্তি অনুভব করবে। আর লোকটি বেঈমান (পাপিষ্ঠ) হলে বুকে খুব চাপ অনুভব করবে। এই ধাপে মৃত্যু পথযাত্রী শয়তান ও দুষ্ট জিন্দেরকে নামতে দেখবে কিন্তু উপস্থিত অন্যরা তাদের দেখবে না। এ ধাপটির কথাই কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা সেইদিনকে ভয় করো। যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেককে পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হবে তার কর্মফল এবং সেদিন তাদের উপর যুলুম করা হবে না।"[২৭]

দ্বিতীয় ধাপ : এটা হচ্ছে ধীরে ধীরে "রুহ্" কবজ করার পালা। এই ধাপে "রুহ্" পায়ের পাতা থেকে আরোহণ শুরু করে গোছা, হাঁটু, পেট, নাভি ও বুকের উপর হয়ে মানব দেহের "তারাক্বী" নামক স্থানে পৌঁছে যায়। এ সময়ে মানুষ ক্লান্তি ও অস্থিরতা অনুভব করে। এবং এক ধরনের অসহনীয় চাপ অনুভব করে। তখনও সে জানতে পারে না যে, তার "রুহ্" বের হয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় ধাপ : তারপর শুরু হয় তৃতীয় ধাপ। এ ধাপকে কুরআনুল কারীমের ভাষায় "তারাক্বী" বলা হয়। এ ধাপের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

﴿كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾

অর্থাৎ- "কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে কে ঝাড়-ফুঁক করবে? এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে, পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে।"[২৮]

"তারাক্বী" বলা হয় কণ্ঠনালীর নিচে দু'কাধ পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়কে। কে ঝাড়-ফুঁক করবে? এ কথার অর্থ হলো– তখন আত্মীয়-স্বজনের কেউ কেউ এমন কাউকে খুঁজবে। যে তাকে ঝাড়-ফুঁক করবে। কেউ কেউ বলবে ডাক্তার ডাকি। কেউ আবার ইমারজেন্সিতে কল করবে। কেউ আবার দু'আ-কালাম পড়ে ফুঁ দিবে। এ পরিস্থিতিতেও সে সুস্থ জীবনে ফিরে আসার আশা করতে থাকবে। সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, তার জীবনের পরিসমাপ্তি

[২৬] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- পর্ব : ২৮. সৃষ্টির সূচনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা, হা. ৫৬৫৪, বর্ণনাকারী : জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।*

[২৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮১।*

[২৮] *সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ২৬-২৯।*

ঘটছে, "রুহ্" তার দেহ ত্যাগ করছে। সে এখনো মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত নয় সে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকবে। কিন্তু পায়ের গোছা যখন জড়িয়ে গেছে মৃত্যু এখন তার চূড়ান্ত। "রুহ্" গোছাদ্বয় থেকে বেরিয়ে গেছে সে এখন আর পা নাড়াতে পারছে না। প্রাণ এখন কণ্ঠাগত। কারণ "রুহ্" পৌঁছে গেছে "তারাক্বী"তে।

চতুর্থ ধাপ : এটাই দুনিয়াবী জীবনে মৃত্যুর শেষ স্তর। মানুষের জন্য এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠিন স্তর। এ ধাপের নাম "হুলক্কুম"। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَلَوْ لَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "প্রাণ যখন কণ্ঠাগত (কণ্ঠনালির উপরি ভাগে) হয় তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। আর আমি তোমাদের চেয়ে তার নিকটতর কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।"[২৯]

এ ধাপ থেকেই পরকালের দর্শন স্তর শুরু হবে। উপস্থিত সকলে শুধু তাকেই দেখবে। কিন্তু সে দেখবে অন্যকিছু। সে হয়তো মহান আল্লাহর রহমত অথবা তাঁর 'আযাব-গযব দেখবে। এ সময়ে তার দিকে তাকালে দেখা যাবে– সে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় একটি বিন্দুতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ সময়ে তার চোখের পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে। সে চারপাশে উপস্থিত ফেরেশ্তাদের দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ﴾

অর্থাৎ- "আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর।"[৩০]

এটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত! কেননা এ সময় সে মহান আল্লাহর সকল প্রতিশ্রুতি ও 'আজাব-গজব দেখতে পায়। ফেরেশ্তাদের দেখতে পায়। জীবনে যা যা করেছে সব তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এ সময় মৃত্যুর ফিতনা ঘটে। শয়তান এ ফিতনায় প্রবেশ করে 'আক্বিদায় সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। সে সকল শক্তি দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে (কাফির/বেদ্বীন বানিয়ে) দুনিয়া থেকে বিদায় করে জাহান্নামে পাঠানোর সর্বান্তকরণে চেষ্টা করতে থাকে। কেননা এটাই শয়তানের জন্য তাকে গোমরাহ্ করার সর্বশেষ সময়, এখন মৃত্যু নিকটবর্তী। এ জন্য শয়তান অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক শক্তিশালী চূড়ান্ত আঘাত হানতে থাকে। এ ফিতনা অত্যন্ত ভয়ংকর! তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাও আমাদেরকে এ থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ﴾

অর্থাৎ- "আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি তাদের উপস্থিতি থেকে।"[৩১]

শয়তান এ সময়ে কোনো একজন নিকট আত্মীয়ের আকৃতিতে উপস্থিত হয় (এমন একজনের আকৃতি যে আগেই মারা গেছে)। সে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে থাকে– আমি অমুক, তোমার পূর্বে মারা গেছি। আমি জানি ইসলাম সত্য ধর্ম নয়, নবী সত্য দ্বীন নিয়ে আসেনি, সে আরো বলবে তুমি এগুলো অস্বীকার করো। এ মুহূর্তে সে যদি এসব অস্বীকার করে শয়তান সফল হয় কিন্তু তাকে ধিক্কার দেয়। এ পরিস্থিতির চিত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "তাদের উপমা হচ্ছে শয়তান যখন তাকে বলবে তুমি কুফ্রী করো, যখন সে কুফ্রী করবে তখন শয়তান আবার বলবে (তাকে ধিক্কার দিয়ে) তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"[৩২]

পঞ্চম ধাপ : রাসূল (ﷺ) এ স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ ধাপে মালাকুল মাউত (মৃত্যুদূত/আজরাঈল) প্রবেশ করবে। মৃত্যুপথযাত্রী পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে সে এ বিদায় বেলা কি নিয়ে

[২৯] *সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৮৩-৮৫।*
[৩০] *সূরা ক্বাফ : ২২।*
[৩১] *সূরা আল মু'মিনূন : ৯৭-৯৮।*
[৩২] *সূরা আল হাশ্র : ১৬।*

যাচ্ছে? সে কি জান্নাতী না জাহান্নামী তাও বুঝতে পারবে। সে তার কাজ-কর্মের ফলাফল দেখবে, পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে। সে যদি ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে থাকে এবং তার অন্তরে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ভালোবাসা থাকে তাহলে সে এ অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। পক্ষান্তরে যে বিভিন্ন রকমের কবীরা গুনাহ যেমন- শির্ক-কুফুর, যিনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ, পিতা-মাতার অবাধ্য এমন সকল পাপ নিয়ে তাওবাহ্ না করে এ স্তরে এসে পৌঁছেছে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ানক! আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا﴾

অর্থাৎ- "শপথ সেই সকল ফেরেশ্তাদের! যারা নির্মমভাবে (রুহ্) টেনে বের করে।"[৩৩]

জাহান্নামের একদল নির্ধারিত ফেরেশ্তা আছে যারা আগুনের কাফন প্রস্তুত করে রাখে। এরা খুব নির্দয়ভাবে পাপী ব্যক্তির "রুহ্" কবজ করে। এ পরিস্থিতির চিত্র বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "এবং যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফেরেশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে– তোমাদের প্রাণ বের করো, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।"[৩৪]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন–

﴿فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ﴾

অর্থাৎ- "ফেরেশ্তারা যখন তাদের মুখমণ্ডল এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের কি দশা হবে!"[৩৫]

ষষ্ঠ ধাপ : এ ধাপে মানুষের "রুহ্" সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং "রুহ্" বের হওয়ার জন্য এবং মালাকুল মাউতের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য নাকে-মুখে অবস্থান করবে। ব্যক্তি যদি পাপিষ্ঠ হয় মালাকুল মাউত তার "রুহ্"কে বলবে– হে নিকৃষ্ট আত্মা! তুই আগুন ও জাহান্নামের এবং ক্রোধান্বিত ও প্রতিশোধ পরায়ন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আয়! তখন লোকটির অভ্যন্তরীণ চেহারা কালো হয়ে যাবে এবং সে চিৎকার করে বলবে–

﴿رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ﴾

অর্থাৎ- "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।"

তখন সে শুনতে পাবে–

﴿كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "না, এটা হতে পারে না। এটি তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[৩৬]

পক্ষান্তরে লোকটি যদি পূণ্যবান হয় মালাকুল মাউত তার "রুহ্"কে বলবে–

﴿يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾

অর্থাৎ- "হে পরিতৃপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।" (তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন–)

﴿فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ﴾

"আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো!"[৩৭]

এরপর আত্মাটি বের হয়ে যায় আর লোকটি তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

---

[৩৩] *সূরা আল নাযি'আত : ১।*
[৩৪] *সূরা আল আন'আম : ৯৩।*
[৩৫] *সূরা মুহাম্মদ : ২৭।*
[৩৬] *সূরা আল মু'মিনূন : ৯৯-১০০।*
[৩৭] *সূরা আল ফাজর : ২৭-৩০।*

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না

–এম. আব্দুর রাকীব মাদানী

এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা কিয়ামত দিবসে দয়াময় মহান আল্লাহর সুদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে, তিনি তাদের দিকে তাকাবেন না আর না তাদের প্রতি সুনজর দিবেন। তাদের সংখ্যা অনেক। (মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই বঞ্চিতের অনিষ্ট থেকে হিফাযতে রাখেন, এর কারণ থেকে দূরে রাখেন এবং সেই বঞ্চিত সম্প্রদায় থেকেও দূরে রাখেন।)

১. যারা মহান আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও শপথকে সামান্য বিনিময়ে বিক্রয় করে : আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, এরা আখিরাতের কোনো অংশই পাবে না এবং আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না, বস্তুতঃ তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৩৮]

এই আয়াতে মিথ্যা কসম করা হারাম এর প্রমাণ রয়েছে, যা মানুষ সামান্য পার্থিব লাভের জন্যে করে থাকে। উলামাগণ এই কসম কে আল ইয়ামীন আল্ গামূস বা ডুবানোর কসম আখ্যা দিয়েছেন কারণ, তা এই কসমকারীকে পাপে ডুবায় অতঃপর জাহান্নামে। (মহান আল্লাহই আশ্রয়দাতা)

২. গিঁটের (টাখনুর) নিচে বস্ত্র পরিধানকারী।

৩. মিথ্যা কসম দিয়ে পণ্য বিক্রয়কারী।

৪. কারো উপকার করে তাকে উপকারের খোটা দাতা : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেন : "তিন প্রকার এমন লোক রয়েছে, যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না আর না কিয়ামতের দিন তাদের দিকে দেখবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি"। আমি (আবূ হুরাইরাহ্) বললাম : মহান আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? ওরা তো ক্ষতিগ্রস্ত! তিনি (ﷺ) বলেন : "গিঁটের বা টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, ব্যবসার সামগ্রী মিথ্যা কসম দিয়ে বিক্রয়কারী এবং কাউকে কিছু দান করার পর তার খোটা দাতা।"[৩৯]

গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী হচ্ছে, সেই ব্যক্তি যে তার লুঙ্গি ও কাপড় এত ঝুলিয়ে পরে যে তার দুই গিঁটের নিচে চলে যায়। যদি সে অহংকারস্বরূপ এমন করে, তাহলে তার জন্য উপরোক্ত শাস্তির ঘোষণা। কারণ নাবী (ﷺ) বলেন : "আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না যে, তার লুঙ্গি অহংকারস্বরূপ ঝুলিয়ে পরে।"[৪০]

আর যে অহংকারস্বরূপ নয়; বরং এমনি ঝুলিয়ে পরে, তাহলে তার জন্য নাবী (ﷺ)-এর এই বাণী প্রযোজ্য : "লুঙ্গির যতটা গিঁটের নিচে থাকবে, ততটা জাহান্নামে যাবে।"[৪১] এইভাবে হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন হবে। মহান আল্লাহই বেশি জানেন।

পর্দার উদ্দেশ্যে মহিলাদের এক গজ ঝুলিয়ে পরা বৈধ কিন্তু এর বেশি করবে না।

আর মিথ্যা শপথ করে সামগ্রী বিক্রয়কারী হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহকে তুচ্ছকারী। তাই সে (মহান আল্লাহর কসম দিয়ে) মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে লোকদের নিকট পণ্য বিক্রি করে।

আর খোটাদাতা হচ্ছে, যে দান করার পর খোটা দেয়।

৫. যে মুসাফিরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বাধা দেয়।

৬. যে পার্থিব লাভের আশায় কোনো মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বায়'আত (অঙ্গীকার) করে : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "তিন প্রকারের লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্য রয়েছে শক্ত 'আযাব। ঐ ব্যক্তি যার নিকট নির্জন প্রান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও মুসাফিরকে তা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন : আজ আমি তোমাকে আমার অতিরিক্ত (রহমত) থেকে বঞ্চিত করব, যেমন তুমি তোমার বিনা পরিশ্রমে অর্জিত অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্চিত কেরেছ এবং সেই ব্যক্তি যে 'আসরের পর কোনো ব্যক্তিকে তার সামগ্রী বিক্রয় করে। মহান আল্লাহর

[৩৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৭৭।*

[৩৯] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : ঈমান, হা. ২৯৪।*

[৪০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮৩; সহীহ মুসলিম।*

[৪১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮৭।*

কসম খেয়ে বলে আমি এটা এই এই দামে ক্রয় করেছি। ক্রেতা তার কথা সত্য মনে করে তার কাছ থেকে পণ্য খরিদ করে অথচ সে সত্য নয়। আর সেই ব্যক্তি যে কোন মুসলিম ইমামের (রাষ্ট্রপরিচালকের) হাতে কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যেই বাই'আত (অঙ্গীকার) করল; সে যা চায় যদি তাকে তা দেওয়া হয় তো অঙ্গীকার পূরণ করে, আর না দিলে ভঙ্গ করে।[৪২]

মরুভূমীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে মুসাফিরকে বাধাদানকারীকে আল্লাহ তা'আলা তার কৃত কর্ম অনুযায়ী বদলা দিবেন। তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে তার তুলনায় মহান আল্লাহর রহমত ও ফযলের প্রয়োজন অনেক বেশি। আর যে দুনিয়া পাবার আশায় ইমামের হাতে বাইআত করে, সে যেন এই অঙ্গীকারকে পার্থিব উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। আর ইসলামের মূল বিধান শাষকের আনুগত্ব করা, তাকে সদুপদেশ দেওয়া, সাহায্য করা এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, এসবের অবজ্ঞা করে। সে মুসলিম শাষক ও ইমামদের প্রতারণাকারী স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।

৭. বৃদ্ধ ব্যভিচারী।

৮. মিথ্যুক বাদশাহ।

৯. অহংকারী দরিদ্র : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, আর না তাদের পবিত্র করবেন, না তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তিঃ বৃদ্ধ যিনাকারী, মিথ্যুক রাজা এবং অহংকারী দরিদ্র।"[৪৩]

বিশেষ করে এদের সম্পর্কে উক্ত শাস্তির কারণ বর্ণনায় কাযী ইয়ায বলেন : "তাদের প্রত্যেকে উক্ত পাপ থেকে দূরে থাকার পরেও তা করে। যদিও কোনো পাপীর পাপের অজুহাত গ্রহণীয় নয়, কিন্তু একথা বলা যেতে পারে যে, উক্ত পাপ করার ক্ষেত্রে তাদের অতীব প্রয়োজন ছিল না আর না তাদের সচরাচর স্বাভাবিক কোনো অন্য কারণ ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের উক্ত পাপে লিপ্ত হওয়াটা যেন মহান আল্লাহর অধিকারকে তুচ্ছ মনে করা, বিরোধিতা করা এবং অন্য কোনো কারণ নয়; বরং গ্রেফ পাপ করার উদ্দেশ্যেই তা করা।"

১০. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

১১. নারী হয়ে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বণকারীনি।

১২. দাইয়ূস : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "তিন প্রকার লোকের দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে দৃষ্টিপাত করবেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য, পুরুষের সদৃশ অবলম্বনকারীনি মহিলা এবং দাইয়ূস। আর তিন প্রকার লোক জান্নাতে যাবে না : পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ পানে আসক্ত এবং অনুদানের পর খোটাদাতা।"[৪৪]

পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের বিষয়টি স্পষ্ট, কারণ আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার অধিকারকে মর্যাদা দিয়েছেন, তিনি নিজ অধিকারকে তাদের অধিকারের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং তাদের উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ করেছেন; যদিও তারা কাফির হয়। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"[৪৫]

পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বণকারিণী বলতে সেই মহিলাকে বুঝায় যে, পোষাক-পরিধানে, চাল-চলনে, কাজে-কর্মে এবং কথার শুরে পুরুষের অনুকরণ করে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলাদের প্রতি অভিষাপ করেছেন।[৪৬]

আর দাইয়ূস হচ্ছে, যে নিজ পরিবারে অশ্লীলতা প্রশ্রয় দেয়, তাদের সম্ভ্রম রক্ষায় আত্মসম্মানী নয়, সে মানবিকতাহীন, অপুরুষত্ব, অসুস্থ মস্তিষ্ক এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারী। তার তুলনা অনেকটা শুকরের মতো, যে নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করে না। তাই ঐ সকল লোককে সতর্ক থাকা উচিৎ যারা নিজ পরিবারে এবং তার দায়িত্বে থাকা লোকদের মাঝে অশ্লীলতা বা অশ্লীলতার উপকরণ প্রশ্রয় দেয়। যেমন- বাড়িতে এমন টিভি চ্যানেল রাখা যা যৌনতা উস্কে দেয় এবং অশ্লীলতা বৃদ্ধি করে।

১৩. যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করে : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না যে, পুরুষের সাথে সঙ্গম করে কিংবা স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করে।"[৪৭] আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সে অভিশপ্ত যে স্ত্রীর পায়ু পথে সঙ্গম করে।"[৪৮]

[দা'ওয়াহ অফিস, রাওদা, রিয়াদ, সৌদী আরবের প্রকাশনা বিভাগ থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত।]

---

[৪২] *বুখারী- হা. ৭২১২; মুসলিম- অধ্যায় : ঈমান, হা. ২৯৭।*
[৪৩] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : ঈমান, হা. ২৯৬।*
[৪৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ৬১১; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৪৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৬২, আলবানী সহীহ।*
[৪৬] *সহীহুল বুখারী।*
[৪৭] *আত্ তিরিমিযী- হা. ১১৭৬, আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[৪৮] *আহমাদ; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২১৬২, আলবানী সহীহ।*

ক্বাসাসুল হাদীস

মহান আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিসের গুরুত্ব

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার একদল ফেরেশ্তা রয়েছে তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মহান আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন লোকদেরকে সন্ধান করে বেড়ায়। মহান আল্লাহর স্মরণরত একদল ব্যক্তিকে তারা যখন পেয়ে যায় তখন নিজের সঙ্গীদেরকে ডেকে বলে, তোমাদের প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। তখন (ফেরেশ্তারা চলে আসে এবং) নিজেদের ডানা বিস্তার করে তারা পৃথিবীর আসমান পর্যন্ত ঐ যিকিরকারীদের ঢেকে নেয়। তাদেরকে তাদের প্রভু জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি সর্বাপেক্ষা ভালো জানেন আমার বান্দারা কি বলছে? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, তারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসায় নিমগ্ন রয়েছে এবং আপনার বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, আমাকে কি তারা দেখেছে? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, না, আল্লাহর শপথ! আপনাকে তারা দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যদি আমাকে দেখতো তাহলে? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, তারা যদি আপনাকে দেখতে পেতো, তাহলে তারা আরো অধিক পরিমাণে আপনার 'ইবাদত করতো, আরো বেশি করে আপনার মহত্ব বর্ণনা করতো, আরো বেশি করে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায়, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন। ফেরেশ্তারা জবাব দেন : তারা আপনার নিকট জান্নাত চায়। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন : তারা জান্নাত দেখেছে কি? তিনি বলেন, ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, না, আল্লাহর শপথ! তারা তো জান্নাত দেখেনি, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা আবার প্রশ্ন করেন, তারা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে কেমন হতো? তিনি বলেন, ফেরেশ্তারা বলেন : তারা যদি তা দেখতো তাহলে তাদের জান্নাতের লোভ, আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতি আকর্ষণ আরো অধিক বৃদ্ধি পেতো। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা কোন বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। ফেরেশ্তারা বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা জাহান্নাম দেখেছে কি? তিনি বলেন, ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, না, আল্লাহর শপথ! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখতো তাহলে? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখতো তাহলে তা থেকে তারা আরো অধিক দূরে পালাতো, তার ভয়ে আরো বেশি ভীত হতো। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তিনি বলেন, ফেরেশ্তাদের একজন একথা শুনে বলেন, এদের মাঝে অমুক লোক আসলে এদের দলভুক্ত নয়, কোনো প্রয়োজনে সে এসে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা উত্তর দেন, এরা এমন মজলিসের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোককে বঞ্চিত করা হয় না।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তবে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উল্লিখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার ফেরেশ্তাদের একটি দল অধিক ঘুরাফেরায় রত থাকেন। এ দলটি মহান আল্লাহর যিকিরের মজলিসগুলো খুঁজে বেড়ায়। যখন তারা এমন কোনো মজলিসের খোঁজ পান তখন তাদের সাথে তারাও বসে যান এবং তারা পরস্পরের ডানার সাহায্যে পরস্পরকে ঘিরে নেন, এমনকি এভাবে তাদের পৃথিবীর আসমানের মাঝের সকল স্থান ভরে যায়। তারপর মহান আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিস যখন ভেঙে যায়, তারা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং এই ফেরেশ্তারা আসমানে চলে যান তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রশ্ন করেন : অথচ তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত-তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা উত্তর দেন, আমরা পৃথিবীতে আপনার এমন সব বান্দাদের নিকট থেকে এসেছি যারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে এবং আপনার তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করছে, আপনার গুণগান করছে ও আপনার নিকট প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, আমার কাছে তারা কি চাইছে? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, আপনার নিকট তারা আপনার জান্নাত প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা আমার জান্নাত দেখেছে কি? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, না, হে আমার প্রভু! আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যদি আমার জান্নাত দেখতো তাহলে তাদের কি অবস্থা হতো? ফেরেশ্তারা বলেন, আপনার নিকট তারা আশ্রয়ও

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা কিসের থেকে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার জাহান্নাম থেকে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, আমার জাহান্নাম দেখেছে কি? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, না, হে আমাদের প্রভু! আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যদি আমার জাহান্নাম দেখতো তাহলে তাদের কি অবস্থা হতো? ফেরেশ্তারা বলেন, আপনার নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তারা কিসের থেকে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে? ফেরেশ্তারা উত্তর দেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার জাহান্নাম থেকে তারা আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, আমার জাহান্নাম তারা দেখেছে কি? তারা উত্তর দেন, না, দেখেনি। তিনি বলেন, তারা যদি আমার জাহান্নাম দেখতো তাহলে তাদের কী অবস্থা হতো! ফেরেশ্তারা পুনরায় বলেন, আপনার নিকট তারা ক্ষমাও চেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা যা প্রার্থনা করেছে তাদেরকে তা দান করলাম এবং তারা যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে তাদেরকে তা থেকে আশ্রয়ও দিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ফেরেশ্তারা বলেন, হে প্রভু! তাদের মাঝে অমুক লোকও ছিল, সে মহাপাপী, সে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে মজলিসে বসে পড়েছিল। মহান আল্লাহর উত্তর দেন তাকেও আমি ক্ষমা করে দিলাম। (কারণ) এরা এমন একটি দল যারা এদের নিকট বসে তাদেরকেও বঞ্চিত করা হয় না।[৪৯]

শিক্ষণীয় বিষয় :

এক. মহান আল্লাহকে স্মরণ করা সবচেয়ে বড় 'ইবাদত। আর নামায বড় 'ইবাদত হওয়ার কারণও মহান আল্লাহর যিকির। সুতরাং যে নামাযে বেশি বেশি যিকির হয় সে নামায সবচেয়ে উত্তম।

দুই. আল্লাহকে স্মরণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার চেয়ে বড় কোনো কাজ আর নেই।

তিন. দুনিয়ায় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে 'মহান আল্লাহর স্মরণ' অনেক কার্যকরী। কারণ, মানুষ যতক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণ মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকে। কিন্তু নামাযের পর এ প্রভাব কমে যায়। পক্ষান্তরে সব সময় মহান আল্লাহর যিকির মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। ❑

[৪৯] *বুখারী- হা. ৬৪০৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৮৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৬০০; রিয়াযুস্ সালেহীন- হা. ১৪৫৫।*

ফজরের সময় জাগতে না পারলে

–মেহেদী হাসান সাকিফ*

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ফর্য। এর মধ্যে ফজরের নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব অপরিসীম। ফজরের নামায যথাসময়ে আদায় করতে না পারার অর্থ হলো শয়তানের কাছে দিনের প্রথম পরাজয়টি মেনে নেওয়া। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়বে, সে (সারা দিন) মহান আল্লাহর সুরক্ষায় থাকবে।'[৫০]

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেকেই ফজরের নামাযের সময় উঠতে পারি না। যথাসময়ে জামা'আতের সঙ্গে নামায আদায় করতে পারি না, যা একজন মু'মিনের জন্য কখনোই কাম্য নয়। কারণ ফজরের নামায আদায়ে অবহেলা করা মুনাফিক্বের আলামত। হাদীসে এসেছে–

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এই দুই নামায ('ইশা ও ফজর) মুনাফিক্বদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। তোমরা যদি এই দুই নামাযে কী পরিমাণ সওয়াব আছে জানতে, তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অংশ নিতে।[৫১]

ফজরের সময় জাগা এবং জামা'আতের সঙ্গে নামায আদায় করার জন্য চাই দৃঢ় মনোবল। তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের চেষ্টা করাও এক্ষেত্রে দারুণ ফলপ্রসূ। তবে ভোররাতে জাগতে না পারলেও অন্তত সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ আগে জেগে হলেও ফজরের নামায আদায় করা মু'মিনের জন্য ফর্য।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, 'ফজরের নামাযের সময় হলো, ফজর হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।'[৫২]

তবে চেষ্টার পরও যদি কেউ কোনো বিশেষ কারণে ফজরে জাগতে না পারে, তবে যখনই জাগবে, তখনই ওযূ করে নামায আদায় করে নিতে হবে। একদম সূর্যোদয়ের মুহূর্তে হলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবে।

মহানবী (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে থাকে; তাহলে যখনই স্মরণ হয়, তখনই নামায আদায় করে নেবে।'[৫৩] ❑

* *লেখক; ইসলামবিষয়ক গবেষক। গ্রাম : দত্তপাড়া, হাসানলেন, পোস্ট অফিস : এরশাদ নগর, টংগী, গাজীপুর।*

[৫০] *সহীহ মুসলিম।*
[৫১] *সুনান আবূ দাঊদ।*
[৫২] *সহীহ মুসলিম।*
[৫৩] *সুনান আবূ দাঊদ।*

বিশেষ মাসায়িল

একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকলেই কি অটো তালাক হয়ে যায়?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী নিরুদ্দেশ। দীর্ঘদিন স্ত্রী সন্তানদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। তাদের ভরণ-পোষণসহ কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। এভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়। এদিকে স্ত্রীও স্বামীর সংসার ফেলে কোথাও যায়নি; বরং স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গণনা করে।

অনেকেই বলে থাকে যে, স্বামী-স্ত্রী যদি দীর্ঘদিন আলাদা থাকে তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের বৈবাহিক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ- দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে তালাক পতিত হয়ে যায়।

এ সম্পর্কিত ইসলামী শরিয়তের বিধান হলো– স্বামী-স্ত্রী যদি দীর্ঘ সময় আলাদা থাকে কিংবা দেখা-সাক্ষাৎ না হয় তবে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটবে না। যতক্ষণ না কেউ কাউকে তালাক দেয়, কিংবা তালাকের অনুমতি না দেয়।

অর্থাৎ- শরিয়তের মানদণ্ডে এ কথা সঠিক নয় যে, 'নির্দিষ্ট সময় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসবাস না করলে বিয়ে টিকে না বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক হয়ে যায়; বরং স্বামী যদি তালাক না দেয় কিংবা এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদ না ঘটায় তবে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালাক হবে না। যদিও তারা উভয়ে পাঁচ, দশ কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে আলাদা থাকে।'

যেহেতু দীর্ঘ সময় আলাদা থাকার কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে না, তাই যেসব স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘ সময় আলাদা থাকার পর কিংবা কোনো স্বামী দীর্ঘ সময় নিরুদ্দেশ থাকার পর আবার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে তাদের সংসার করায় কোনো দোষ নেই। আবার দীর্ঘ সময় পর ঘর-সংসার করার জন্য নতুন করে কোনো আনুষ্ঠানিকতারও প্রয়োজন নেই। তালাক পতিত হওয়া সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত স্কলার শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) এক ফাতাওয়ায় বলেছেন,

تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق، وهو عاقل مختار ليس به مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر، ونحو ذلك. وكانت المرأة طاهرة طهراً لم يجامعها فيه أو حاملاً أو آيسة. أهـ (فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز ١/٣٥)

'একজন মহিলা তালাকপ্রাপ্ত বলে তখনই পরিগণিত হবে যখন তাকে তার স্বামী সুস্থ মস্তিষ্কে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করে এবং তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ না থাকে। যেমন- পাগল বা মাতাল হওয়া ইত্যাদি। স্বামী তালাক দেয়ার সময় স্ত্রী (ওই নারী) ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র ছিল কিন্তু স্বামী এ অবস্থায় তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেনি। অথবা মহিলাটি গর্ভবতী ছিল অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ ছিল।'[৫৪]

তবে এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, সুন্দর ও উত্তম দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নায় নির্দেশ ও নসিহত রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সুন্দর ও উত্তম সংসার জীবন যাপন করাকে আল্লাহ তা'আলা আবশ্যক করেছেন। এ সুসম্পর্ক যার দ্বারা ব্যাহত হবে, তাকে কঠিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। স্বামী-স্ত্রী কীভাবে সুন্দর ও উত্তমভাবে জীবনযাপন করবে, সে সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা উঠে এসেছে কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

"নারীদের সাঙ্গে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন

[৫৪] *উৎস : ফাতাওয়াত তালাক (তালাক বিষয়ক ফাতাওয়া), শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ), ১/৩৫।*

এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।'"[৫৫] রাসূল (ﷺ) বলেন :

«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ».

"কোনো মু'মিন পুরুষ কোনো মু'মিন নারীকে ঘৃণা ও অপছন্দ করবে না; যদি সে তার কোনো স্বভাবকে অপছন্দ করেও, তাহলে সে তার অপর একটি স্বভাবকে পছন্দ করবে।"[৫৬] তিনি আরও বলেন,

اَسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ.

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা মহিলাকে বাম পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড় সবচেয়ে বাঁকা হয়। যদি তুমি তা সোজা করতে চেষ্টা কর তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি সেভাবেই ছেড়ে দাও তাহলে সর্বদা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে থাক।"[৫৭]

সুতরাং কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, তার হক্ব নষ্ট করে, ভরণ-পোষণ না দেয় বা স্ত্রী-সন্তানকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় বা পালিয়ে বেড়ায় তাহলে অবশ্যই ওই স্বামী মহান আল্লাহর কাছে যেমন গুনাহগার হবে। রাষ্ট্রীয় আইনেও সে অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

স্ত্রীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। স্বামীর যথাযথ হক্ব আদায় না করে, সন্তানের প্রতি কর্তব্য পালন না করে পালিয়ে বেড়ানোয় যেমন গুনাহ রয়েছে আবার রাষ্ট্রীয় আইনেও সে অপরাধী। তাই দীর্ঘ সময় কাউকে কষ্ট দিতে এ আচরণ কারো থেকেই গ্রহণযোগ্য ও শোভনীয় নয়।

সুতরাং স্বামী কিংবা স্ত্রী যে কেউ দীর্ঘদিন আলাদা থাকার পর তালাক না দিলে এমনিতে যেমন বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে না আবার একসঙ্গে ঘর সংসার করতে গেলেও নতুন করে কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই।

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে প্রথমে তার (স্ত্রীর) কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে নেবে।

আর যদি স্ত্রী তার স্বামীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, কষ্ট দেয়। তবে স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে পরস্পরের মনোমালিন্য দূর করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। তাতেই দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসবে মহান আল্লাহর রহমত ও শান্তি। ❑

রাগ সংবরণের প্রতিদান জান্নাত

(এক) সাহ্ল বিন মু'আয ইবনু আনাস আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রয়োগিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি রাগ দমন করে; কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির সামনে তাকে এ সুযোগ দিবেন যে, সে তার পছন্দ মতো 'হুর'কে বেছে নিতে পারবে। *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৪৭৭৭, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা: ৪১৮৬, (হাসান- আলবানী)।*

(দুই) আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে এমন আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না, তাহলে জান্নাত তোমার হবে। *মু'জামুল আওসাত- মা: শা:, হা:২৩৫৩।*

স্বামীর আনুগত্যের প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, (রমাযান মাসে) সাওম পালন করবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে– তুমি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। *ইবনু হিব্বান- মা: শা:, হা: ৪১৬৩, সহীহ; মুসনাদে আহমদ- মা: শা:, হা: ১৬৬১।*

---

[৫৫] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*
[৫৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬১/১৪৬৯।*
[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩০৮৪।*

সমাজচিন্তা

রাগ নয় অনুরাগে সফলতা

–সাইফুল্লাহ্ ত্রিশালী

রাগ একটি আচরণিক সমস্যা। মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও বটে। যিনি রাগেন তিনি হয়তো সর্বোচ্চ হট থাকেন। যার উপর রাগ করা হয় সে বেচারা হয়তো ঠ্যালা সামলাতে না পেরে সর্বোচ্চ কুল থাকেন। আর যদি দু'জনেই রাগেন তাহলে তো কাম সারা। কেউ হাসপাতালে কেউ পরপারে। চান্দি বেশি গরম হলে, ভালো মানুষকে ধরেও আছাড় মারতে ইচ্ছে করে। লজ্জা-শরম ভুলে অনেক বুদ্ধিমান মানুষও নির্বুদ্ধির মতো কাজ করেন। গুণীজনরা বলেন, রাগ ও ঝড় দু'টোই থেমে গেলে বুঝা যায়, ক্ষতির পরিমাণ কত। রাগ ধ্বংস করে দিতে পারে জীবন, সম্পদ, সম্মান এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক। জীবনে নেমে আসতে পারে বিপর্যয়। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, আদম সন্তানের অন্তর একটি উত্তপ্ত কয়লা।[৫৮] মহান আল্লাহর ক্ষমা পেতে হলে, বান্দাকে তার ক্ষমা করতে হবে।

যে কারণে রাগ হয় : বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্কের এক বিশেষ অঞ্চল 'লিম্বিক সিস্টেম'। মাস্টার গ্লান্ড পিটুইটারি আর হাইপোথ্যালামাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে লিম্বিক হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি অ্যাক্সিস। এই অ্যাক্সিসের কারণেই সৃষ্টি হয় যত রাগ। রাগ, দুঃখ, ভয় এসব কিছুর পেছনেই রয়েছে মূলত দু'টো নিওরো হরমোনের নির্দিষ্ট মাত্রার ওঠা-নামা। হরমোন দু'টো হলো অ্যাড্রিনালিন ও এরঅ্যাড্রিনালিন। এদের মাত্রা বেড়ে গেলে মানুষ রেগে উঠে। মানুষের অতিরিক্ত রেগে যাওয়ার আরও কিছু বাহ্যিক কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন- মনের ভেতর সবসময় হতাশা কাজ করলে * বংশগত কারণ অর্থাৎ- মা-বাবা রাগী স্বভাবের হলে * ইতিবাচক চিন্তা না করে সবসময় নেতিবাচক চিন্তা করলে * দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগলে * কোনো কাজে অদক্ষ হওয়ার কারণে মানুষ অতিরিক্ত রাগী হতে পারে * ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তার সাথে অন্যায় করা হচ্ছে * সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হলে * মাদকাসক্ত ও বিষণ্নতায় ভুগলে * দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক সমস্যায় থাকলে * বিবাহিত জীবনে কলহ থাকলে * যৌনরোগ থাকলে * কোনো কাজে ধৈর্য না থাকলে * দীর্ঘদিন ধরে কোনো না কোনো চাপে থাকলে ইত্যাদি।

রাগ উঠলে কিছু আচরণগত ও শারীরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন- দ্রুত কথা বলা, অল্প থেকে তীব্র সমালোচনা করা, একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া, হালকা থেকে উচ্চস্বরে চিৎকার করা, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, নিজেকে আঘাত করা, নিঃশ্বাস খাটো বা ছোট হয়ে আসা, রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপা, শরীর ঘেমে যাওয়া, শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশী শক্ত হয়ে যাওয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমার মাহাত্ম্য : প্রিয় নবী (ﷺ) আমাদের সকল পরিস্থিতিতে ক্রোধ দমন করার পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধের সময় করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) থেকে উত্তম 'আমল রয়েছে। তা হলো– 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম' বলা। অর্থাৎ- আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[৫৯] সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করিম (ﷺ)-এর সামনে দু'ব্যক্তি পরস্পরকে গাল-মন্দ করছিল। আমরা তখন পাশে বসে ছিলাম। তন্মধ্যে একজন তার সাথীকে খুব রেগে গালি দিচ্ছিল। এতে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তাহলে তার রাগ চলে যাবে। সেটা হলো– 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম', অর্থাৎ- আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

[৫৮] *জামে' আত্ তিরমিযী।*

[৫৯] *সহীহুল বুখারী; জামে' আত্ তিরমিযী; মুসনাদে আহমাদ।*

তখন সাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, নবী (ﷺ) কী বলছেন তুমি কী তা শুনছো না? লোকটি বলল, নিশ্চয় আমি ভূতে পাওয়া (পাগল) নই।[৬০] এই ব্যাপারটির মূলে মহান আল্লাহর বাণীই প্রণিধানযোগ্য :

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"আর যদি শয়তানের প্ররোচণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"[৬১]

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে; শয়তানকে তৈরী করা হয়েছে আগুন থেকে, আর পানির মাধ্যমেই আগুন নেভানো সম্ভব। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তার উচিত ওযূ করা।[৬২] নবী করিম (ﷺ) সাহাবাদের সর্বাবস্থায় রাগ করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে– এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে বললেন, "আপনি আমাকে কিছু ওয়াসীয়ত করুন। তিনি বললেন, রাগ করো না।" ওই ব্যক্তি কয়েকবার তা বললেন। রাসূল (ﷺ) প্রতিবারই বললেন, "রাগ করো না।"[৬৩] অন্যান্য হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী রাগ নিয়ন্ত্রণের আরও কিছু পদ্ধতি যেমন– **১.** রাগান্বিত ব্যক্তি যদি দাঁড়ানো থাকে তবে বসে যাবে। যদি রাগ কমে তো ভালো। নয়তো শুয়ে পড়বে। **২.** যথা সম্ভব রাগী ব্যক্তি নীরব থাকার চেষ্টা করবে। **৩.** ঠাণ্ডা পানি পান করবে/ওযূ কিংবা গোসল করবে। **৪.** অধিক হারে আল্লাহর যিকির করবে।[৬৪] রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেকে আবার সুন্দর সুন্দর কিছু ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। যেমন- রাগের অবস্থায় দ্রুত স্থান ত্যাগ করুন, লিখে রাখুন, উল্টো গণনা শুরু করুন, কারো সঙ্গে কথা বলুন, নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করুন, বলার আগে সময় নিন ইত্যাদি।

[৬০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬১০।*
[৬১] *সূরা আল আ'রাফ : ২০০।*
[৬২] *সুনান আবূ দাউদ।*
[৬৩] *সহীহুল বুখারী- খণ্ড : ৮, অধ্যায় : ৭৩, হা. ১৩৭।*
[৬৪] *সূরা আর্ রা'দ : ২৮।*

মহান আল্লাহ প্রতিটা ক্ষেত্রে রাগ নিরাময় করে ক্ষমার নির্দেশ দিয়েছেন–

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।"[৬৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ﴾

"যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।"[৬৬]

রুক্ষ ও কঠোর হৃদয়ের মানুষ থেকে চারপাশের মানুষ দূরে সরে যায়। এজন্য ভালোবাসা ও ক্ষমার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴾

"তারপর আল্লাহর করুণার ফলেই তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোর হৃদয় হতে নিঃসন্দেহে তারা তোমার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অতএব তাদের অপরাধ মার্জনা করো আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর তাদের সঙ্গে কাজে কর্মে পরামর্শ করো। আর যখন সংকল্প করেছো তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ভালোবাসেন নির্ভরশীলদের।"[৬৭]

অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের অনেক সদস্য দুষ্ট প্রকৃতির হয়। ছেলে-মেয়ে অথবা অনেক স্ত্রীগণও পরিবারের কর্তার উপর বিভিন্ন কারণে ক্ষিপ্ত থাকেন।

[৬৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*
[৬৬] *সূরা আশ্ শূরা- : ৩৭।*
[৬৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।*

এর পেছনে অনেক কারণ লুকিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সে জন্য পরিবারের জনকদের ধৈর্য ধরতে বলেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করতে নির্দেশ দেন।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! নিশ্চয় তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রীরা ও ছেলে-মেয়েরা শত্রু, অতএব তাদের ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার হও। কিন্তু যদি তোমরা মাফ করে দাও, উপেক্ষা করো ও উদ্ধার করো তাহলে আল্লাহ পরিত্রাণকারী, অফুরন্ত ফলদাতা।"[৬৮]

সমাজে এক শ্রেণির মূর্খ মানুষ থাকে। যাদের অনেকেই কারণে-অকারণে অন্যের উপর রাগ ঝাড়ে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে তর্কে জড়িয়ে এরা সব সময় জিততে চায়। এদের মুখের ভাষা যেমন বিশ্রি-নোংরা, আচরণও তেমনি জঘন্য। তাই অজ্ঞদের পরিহার করাই ভালো। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ﴾

"ক্ষমা অবলম্বন করো আর সদয়তার নির্দেশ দাও। অজ্ঞদের পরিহার করে চলো।"[৬৯]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বান্দাদের অনুরাগী, সৎকর্মপরায়ণ ও ক্ষমাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কাউকে ক্ষমা করলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমা অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

"আর তোমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করো তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য এবং স্বর্গোদ্যানের জন্য যার বিস্তার হচ্ছে মহাকাশমণ্ডল ও পৃথিবী জুড়ে যা তৈরি হয়েছে ধর্মপরায়ণদের জন্য।"[৭০]

যে ব্যক্তি রাগ দমন করতে পারে তাকে সত্যিকার বীর বলা হয়েছে। প্রিয় নবী (ﷺ) একবার সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা অধিক শক্তিশালী মনে করো? তাঁরা উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দিতে পারে। নবী করীম (ﷺ) বললেন, সে প্রকৃত বীর নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।[৭১]

রাগ দমনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : 'আলী ইবনু হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ)'র দাসী ওযূর পানি ঢেলে দিচ্ছিল। হঠাৎ পাত্রটি তার হাত থেকে তার ['আলী ইবনু হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ)] চেহারার উপর পড়ে গেল এবং তা ভেঙে গেল। তিনি আহত হলেন। অতঃপর তিনি তার দিকে মাথা ওঠালেন। তখন দাসী বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা রাগ দমন করে'। তিনি দাসীকে বললেন, 'আমি আমার রাগ দমন করলাম'। সে বলল, 'যারা মানুষকে ক্ষমা করে'। তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম'। সে বলল, 'আল্লাহ অনুগ্রহকারীকে ভালোবাসেন'। তিনি বললেন, 'যাও আমি তোমাকে মহান আল্লাহর জন্য মুক্ত করে দিলাম'।

পরিসমাপ্তি : ক্রোধ মানুষের স্বভাবসমূহের একটি অংশ। মানুষ রাগান্বিত হবে না সেটা বলা মুশকিল। কিছু ক্ষেত্রে রাগ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কঠিন। তবে বিপদে মু'মিনদের মহান আল্লাহকে স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন –আমীন। ❑

মৃত্যু সংবাদ

শেরপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারি মাওলানা মো. আব্দুল কাদের গত ১১ আগস্ট শুক্রবার, বিকাল ৫.৫০ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার জানাযার সালাত পরদিন সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য সকল মুসলিম দু'আ করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন।

[৬৮] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৪।*
[৬৯] *সূরা আল আ'রাফ : ১৯৯।*
[৭০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৩।*
[৭১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৮৪।*

বিস্ময়-বৈচিত্র্য

নফস : মানুষের আত্মশত্রু ও শয়তানের বন্ধু

–মো. হারুনুর রশিদ*

[পর্ব– ০১]

নফসের রহস্য : নফস বলা হয়, মানুষের কামনা, বাসনা, চাহিদা ইত্যাদি কে। এক কথায় যাকে বলা হয় প্রবৃত্তি। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির সময় তার স্বভাবে কতিপয় চাহিদা দান করেছেন। যেমন- আহারের চাহিদা, যৌবনের চাহিদা, কর্তৃত্বের চাহিদা, ক্ষমতার চাহিদা, লোভ-লালসা ইত্যাদি। সবগুলোকে এক কথায়, 'জৈবিক চাহিদা' বলা যায়। আর এগুলোই হলো নফস বা প্রবৃত্তি।

এ ক্ষেত্রে মানুষ দুই প্রকার। এক প্রকার মানুষ, তাদের নফস তাদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নেয় এবং তাকে ধ্বংসের খাঁদে নিক্ষেপ করে। ফলে তারা নফসের হাতে অসহায় বন্দীতে পরিণত হয়। আরেক দল মানুষ, তারা নিজেদের নফসের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাকে ভূপাতিত করে। ফলে নফস তার বাধ্য অনুগত দাসে পরিণত হয়।

জনৈক সালাফ বলেছেন, আত্মশুদ্ধির পথ অনুসারীদের সফর শেষ হয় নিজেদের নফসের ওপর বিজয় লাভ করার মাধ্যমে। যদি নফসের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে, তাহলে সে সফল এবং কামিয়াব। আর যদি নফস তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নেয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ধ্বংস। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾

অর্থ : "যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে তার প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তার বাসস্থান হবে জান্নাত।"[৭২]

নফস, ব্যক্তিকে সীমালঙ্ঘন এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ডাকেন, তার ভয় এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখার দিকে। কলব উভয় আহ্বানকারীর মাঝখানে অবস্থান করে। একবার সে নফসের দিকে ঝুঁকে যায়, আরেকবার রবের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই স্থানটিই হলো সবচেয়ে কঠিন এবং বিপর্যয়কর। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নফসের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন : (১) নফসে আম্মারা (প্রতারক আত্মা), (২) নফসে লাওয়্যামাহ (অনুশোচনাকারী আত্মা), (৩) নফসে মুত্বমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা)।

১. নফসে আম্মারা (প্রতারক আত্মা) : খারাপ নফসকে নফসে আম্মারাহ্ বলে। মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও জৈবিক কামনার দিকে আকৃষ্ট করে। সব সময় খারাপ চিন্তা-ভাবনা পোষণ করিয়ে রাখে। সব সময় অনৈতিক চাহিদা পূরণার্থে ব্যস্ত রাখে। সবসময় খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। কেননা, এটা মানুষকে সবসময় অন্যায় কাজে উৎসাহ দেয়। এটা তার স্বভাবধর্ম। তবে আল্লাহ পাক যাকে সৎপথে অটল থাকার তাওফীক্ব দেন এবং সাহায্য করেন, তার কথা আলাদা। কেননা, কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ পাকের তাওফীক্ব ও সাহায্য ব্যতীত নফসের অন্যায় থেকে বাঁচতে পারে না। আল্লাহ পাক আযীয মিসরের স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন–

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

"আমি আমার নফসকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ মনে করি না। নিশ্চয়ই, নফস অন্যায় কাজে সাহায্য করে, তবে আমার প্রভু যার ওপর অনুগ্রহ করেন।"[৭৩]

অন্যত্র বলেন–

---

* *ফারাক্কাবাদ, বিরল, দিনাজপুর।*

[৭২] *সূরা আন্ না-যি'আ-ত : ৩৭-৪১।*

[৭৩] *সূরা ইউসুফ : ৫৩।*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো। তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র থাকতে পারতো না।"[৭৪]

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে প্রয়োজন পূরণের খুৎবাহ্ শিক্ষা দিতে গিয়ে এভাবে বলেছেন–

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই আমাদের নফসের অনিষ্ট এবং মন্দ কাজের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই।"[৭৫]

মন্দ ও অনিষ্ট নফসের অভ্যন্তরে প্রোথিত। তার কারণেই মন্দ ও খারাপ কাজ সম্পাদিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যদি বান্দাকে তার নফসের হাতে ছেড়ে দেন, সে তার অনিষ্ট এবং মন্দ কাজের কারণে হালাক হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে সক্ষমতা দান করেন এবং সহযোগিতা করেন, তাহলে সে সব ধরণের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের নফস এবং মন্দ ও গুনাহের কাজের অনিষ্ট থেকে পানাহ ভিক্ষা চাই। চূড়ান্ত কথা হলো– মানুষের শরীরে নফস একটাই। কখনো তা আম্মারাহ হয়, লাওয়্যামাহ হয় কখনো, আবার কখনো মুত্বমায়িইন্না হয়।

(২) নফসে লাওয়্যামাহ (অনুশোচনাকারী আত্মা) : যে নফস, অন্যায় করার পর আমাদের হৃদয়ে অনুশোচনার উদ্রেক করে। কুরআনে মহান রাব্বুল 'আলামীন নফসে লাওয়্যামাহ'র কথা উল্লেখপূর্বক কসম খেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾

"আরো শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।"[৭৬]

তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে নফসে লাওয়্যামাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, নফসে লাওয়্যামাহ এমন একটি নফস –যা নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ- কৃত গুনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে। সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে– "আরও বেশি সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? হাসান বসরি (রাহিমাহুল্লাহ) নফসে লাওয়্যামাহ-এর তাফসীর করেছেন, 'নফসে মু'মিনা'। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! মু'মিন তো নিজেকে সর্বদা সর্বাবস্থায় ধিক্কায় দেয়।

(৩) নফসে মুত্বমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) : যখন নফস আল্লাহ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাঁর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তার সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব হয় এবং তাঁর নৈকট্য কামনা করে, তখন তা নফসে মুত্বমায়িন্নাহ পরিণত হয়। অর্থাৎ- যে নফস, সকল কালিমা থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় মহৎ ভাবনায় পরিতৃপ্ত। সমস্ত খারাপ কর্ম-প্রবণতা থেকে মুক্ত। এ প্রশান্ত আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

"হে প্রশান্ত আত্মা, সন্তুষ্ট এবং সন্তোষভাজন হয়ে। তোমার রবের দিকে ফিরে এসো।"[৭৭]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মুত্বমায়িন্নাহ মানে হলো সত্যায়িত'। ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন– 'মুতমাইন্নাহ হলো ওই মু'মিন যার অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল। ওই ব্যক্তি তার রবের নাম ও গুণাবলী এবং তিনি নিজের ব্যাপারে ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি প্রশান্ত বিশ্বাসী। মৃত্যু-পরবর্তী কবর জগতের জীবন সম্পর্কে এবং তারপর কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে তিনি

[৭৪] *সূরা আন্ নূর : ২১।*
[৭৫] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৮৯২।*
[৭৬] *সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ১-২।*
[৭৭] *সূরা আল ফাজর : ২৭-২৮।*

যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলোর ওপর সে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, যেন সে স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ্য করেছে।

মানুষের জীবনের দু'টি বড় শত্রু : ১. নফস, ২. শয়তান। এই নফস ও শয়তান দু'টোই প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে নানান গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। নফস ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ করে আর শয়তান সেটিকে আমাদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে তাতে লিপ্ত করায়। নফস ও শয়তান দু'টোই আমাদের শত্রু। তবে নফস শয়তানের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর শত্রু। কেন ভয়ঙ্কর জানেন? কারণ, এই নফসই শয়তানকে শয়তান বানিয়েছে। শয়তানের আগে তো আর কোনো শয়তান ছিল না। এই নফসই শয়তানকে মহান আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরিণামে সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়েছে। কাজেই আমাদের এই নফসের তাজকিয়া দরকার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি দায়িত্ব ছিল "মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা"। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একই সূরার শুরুতে সাতবার কসম খেয়ে বলেছেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾

অর্থ : "সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।"[৭৮]

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

অর্থ : "এবং সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে।"[৭৯]

কাজেই আমরা যদি নিজেদের সফলকাম করতে চাই, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। আর নফসের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে– সে সব সময় খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে। কিন্তু ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, [ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বললেন] :

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থ : "আমি নিজের নফসকে পবিত্র মনে করি না। নিশ্চয়ই নফস (সবাইকেই) মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, একমাত্র ওই ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[৮০]

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি দয়া করেন, কেবল সে-ই নফসের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা! আমরা একবার আমাদের কথা চিন্তা করি। যেখানে আল্লাহর নবী (আলাইহিস সালাম) এই কথা বলছেন, যে তিনি তাঁর নফসকে পবিত্র মনে করেন না। সেখানে আমাদের অবস্থা কি?

আমাদের অবস্থা তো এই আমরা আমাদের নসকে পবিত্র করার চিন্তাও করি না। আমাদের ভাইদের মধ্যে মাশা-আল্লাহ, অন্যান্য ব্যাপারে পড়ার আগ্রহ আছে। কিন্তু যখন তাযকিয়ার ব্যাপারে বলা হয়, তখন আমাদের আলসেমি চলে আসে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুক –আমীন। অথচ উচিত ছিল আমাদের নফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

যদিও নফস আমাদের খুবই ভয়ঙ্কর এক শত্রু তবে তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য কিছু 'আমলও আছে। আমরা যদি সেই 'আমলগুলো যথাযথভাবে করতে পারি তাহলে ইন্‌শা-আল্লাহ আমরা আমাদের নফসের সকল কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবো।

নফস থেকে বাঁচার ১ম 'আমল : বেশি বেশি ইস্তিগফার করা ও সব ধরণের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা। আসলে ইস্তিগফার এমন একটা দু'আ, এমন একটা মিশাইল, এমন একটা অব্যর্থ ঔষধ, যা শুধু আপনার গুনাহকেই ধ্বংস করে দেবে না; বরং আপনার পেরেশানিও দূর করে দেবে। এটা খুব পরীক্ষিত একটি 'আমল। যাদের ডিপ্রেশন, বিয়ে, রিযিক নিয়ে পেরেশানি আছে, তারা বেশি বেশি ইস্তেগফার করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৭৮] *সূরা আশ্ শামস : ৯।*
[৭৯] *সূরা আশ্ শামস : ১০।*
[৮০] *সূরা ইউসুফ : ৫৩।*

﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ﴾

অর্থ : "তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা (কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে) নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কে আছে? আর তারা যা করেছে, জেনে-শুনে তা বার বার করে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে প্রস্রবণ। যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না চমৎকার।"[৮১]

এই আয়াতটা একটু খেয়াল করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কিভাবে ডাকছেন, "আল্লাহ ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কে আছে? আর তারা যা করেছে, জেনে-শুনে তা বার বার করে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে প্রস্রবণ। যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না চমৎকার।"

গুনাহ ছাড়া কোনো মানুষ হয় না। আমরা প্রত্যেকে গুনাহগার। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের আশা দেখাচ্ছেন যে আমরা যদি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই তিনি মাফ করে দেবেন আর পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দেবেন।

আমরা আমাদের অন্তরে জান্নাতের আশা রাখব, আরেক দিকে আমাদের ভয় থাকবে যে, যেখানে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) দিনে শতবার ইস্তেগফার করতেন তাহলে আমি কে? আমি কেন করব না? কিসে আমাকে বিরত রেখেছে ইস্তেগফার থেকে?

আমরা তো রেগুলার গুনাহ করে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা কবীরাহ গুনাহ অন্তরে একটা কালো দাগ সৃষ্টি করে। গুনাহ করতে করতে এক সময় অন্তর কালো দাগে ভরে যায়। তখন আর দ্বীন প্রবেশ করতে পারে না, দেখবেন আপনি অনেক মানুষ কে দলিল প্রমাণ দিচ্ছেন, সে বুঝতেছে, তাও দ্বীনে আসছে না।

তার এগুলা ভালো লাগছে না কারণ তার অন্তর কালো হয়ে গেছে, একটা ভিডিও দেখছিলাম, আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না। কোক একটা পাত্রে ঢালা হয়, এরপর সেখানে পানি মিশানো হয় আস্তে আস্তে কোক উপরে উঠে পড়ে যায়, শুধু স্বচ্ছ পানি থাকে। যিকির, ইস্তেগফার হচ্ছে এমন 'আমল যা আপনার অন্তরের এই কালো দাগ কে আস্তে আস্তে দূর করবে।

আমরা অনেক সময় 'ইবাদতে মজা পাই না এর কারণ ও এই গুনাহ এতে আমাদের স্বরণ শক্তি কমে যায়। এর কারণ ও গুনাহ বেড়ে যাওয়া, ইমাম শাফে'য়ীর একটা ঘটনা বলি :

ইমাম শাফে'য়ী একবার বাহিরে আনমনে বসে ছিলেন, হঠাৎ সামনে দিয়ে এক মহিলা যাচ্ছিল। বাতাসে তার পর্দা টাখনুর উপর উঠে যায়। ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ)'র সেখানে চোখ পড়ে যায়। এরপর থেকে তার আর হাদীস মুখস্ত হতো না, তার অন্তরে সূখুন চলে গিয়েছিল। এরপর তিনি তার উস্তাদের কাছে গেলেন, তাকে বললেন আমার হাদীস মুখস্ত হচ্ছে না!

তার উস্তাদ বললেন, নিশ্চয়ই কোনো গুনাহ করেছো, ভেবে দেখো।

এরপর তার মনে হলো– তিনি নির্জনে চলে গেলেন। মহান আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে রইলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তার অন্তর প্রশান্ত না হয়।

একবার চিন্তা করি আমাদের অবস্থা, সামান্য পায়ের গোরালি দেখেছেন তাই এই অবস্থা আর আমরা?

আমরা তো আজ গুনাহকে গুনাহই মনে করি না, ইস্তেগফার তো পরের কথা, আমরা একটু ভাবি ইন্‌শা-আল্লাহ যে, আমাদের অন্তর তো ওই স্তরে যাওয়া সম্ভব না, আমাদের অন্তর প্যারালাইসিস হয়ে আছে, এই প্যারালাইসিস যদি ঠিক না করি, আমাদের অন্তরে হয়ত আর নূর প্রবেশ করবে না।

[৮১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৫-১৩৬।*

নফস থেকে বাচার ২য় 'আমল : সব সময় মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং সদিকীন তথা যারা কথা ও কাজে সত্যবাদী তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা। সদিকীন তথা সত্যবাদীদের সঙ্গ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম একটি উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যারা (কথা ও কাজে) সত্যবাদী তাদের সঙ্গে থাকো।"[৮২]

প্রকৃতপক্ষে তাজকিয়া একা একা হয় না। ইব্রাহীম (#)-এর সেই দু'আর কথা মনে আছে? তিনি কি বলেছিলেন? "তিনি মানুষের অন্তর কে পরিশুদ্ধ করবেন", অর্থাৎ- এটা নিজে নিজে হবে না। থিউরিটিক্যালি সম্ভব না তাজবিদ শিখতে হয় উস্তাদের থেকে, হাদীসের দারস নিতে হয় উস্তাদের থেকে। তেমনি তাজকিয়াও সদিকীন তথা সত্যবাদীদের সাহচর্য্যের মাধ্যমে শিখতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এই সদেকিন কারা?

প্রকৃতপক্ষে তাজকিয়া একা একা হয় না। ইব্রাহীম (#)-এর সেই দু'আর কথা মনে আছে? তিনি কি বলেছিলেন? "তিনি মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবেন", অর্থাৎ- এটা নিজে নিজে হবে না। থিউরিটিক্যালি সম্ভব না। তাজবিদ শিখতে হয় উস্তাদের থেকে, হাদীসের দারস নিতে হয় উস্তাদের থেকে। তেমনি তাজকিয়াও সদিকীন তথা সত্যবাদীদের সাহচর্য্যের মাধ্যমে শিখতে হবে। এখন কথা হচ্ছে এই সাদেকিন কারা?

সদিকীন বলে কারা উদ্দেশ্য? আল্লাহ তা'আলা সূরা হুজরাতে সদিকীনদের পরিচয় দিচ্ছেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ﴾

অর্থ : "মু'মিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে অতঃপর কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজের সম্পদ ও নিজের জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই হলো সাদিকীন-(কথা ও কাজে) সত্যবাদী।"[৮৩]

অন্য আরও কিছু আয়াতে সদিকীনের পরিচয় এসেছে, যেমন- সূরা আল আহ্যা-ব-এ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

অর্থ : "মু'মিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ (শাহাদাত লাভের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর তারা (তাদের সংকল্প) মোটেই পরিবর্তন করেনি। এটা এজন্য যেন আল্লাহ, সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং মুনাফিক্বদেরকে চাইলে শাস্তি দেবেন বা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৪]

মোটকথা, উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সদিকীন তথা সত্যবাদীদের মধ্যে অন্যান্য গুণের পাশাপাশি জিহাদের গুণটিও থাকতে হবে। জিহাদের গুণ ব্যতীত কারও পক্ষেই সদিকীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় সুবহানআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বান্দাদেরকে এত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের পরিচয়।

সদেকিন হবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে, মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। জিহাদের আয়াত নাযিল হবার পর এমন একজন সাহাবি দেখাতে পারবেন, যারা মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেনি ওয়াল্লাহি এমন একজন সাহাবিও নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে,

[৮২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১১৯।*

[৮৩] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৫।*

[৮৪] *সূরা আল আহ্যা-ব : ২৩/২৪।*

আজকাল এমন লোকগুলো মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ এর দায়িত্ব নিয়েছে, তারা না জিহাদ করে আর না করার ইচ্ছা পোষন করে; বরং এরা তো তাদের মতো যারা মুজাহিদদের ব্যাপারে বলে– "তোমরা যদি আমাদের কথা শুনতে তাহলে তোমাদের এই অবস্থা হতো না" –এরা নিজেদের সদেকিন দাবি করে অথচ ভয় পায় তাগুত কে, ভয় পায় আমেরিকা কে!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– তাহলে কি আমরা উলামাদের সহচর্য গ্রহন করব না? জ্বি ভাই অবশ্যই করব। কিন্তু এমন উলামাদের মজলিশগুলোতে যাব। যারা জিহাদ ও মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। অন্তত চুপ থাকে। এমন হালাকা অনেক আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যেন, এই ভেবে বসে না থাকি। যেহেতু উলামা পাচ্ছি না, যেহেতু একা একা থাকব। এমনটা করা যাবে না। কেননা আপনি একা থাকলে শয়তান আপনাকে বেশি ধোকায় ফেলবে। আপনার অন্তর পরিশুদ্ধ হবে না কাজেই আমরা দুই এর মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করব ইন্‌শা-আল্লাহ।

ভাই বলুন তো দেখি, ওপরের আয়াতগুলো থেকে আমরা কী কী শিক্ষা পেতে পারি?

উপস্থিত এক ভাই : আয়াতগুলো থেকে আমরা যে যে শিক্ষা পেতে পারি তার কয়েকটি হলো–

১. সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ করা।

২. সত্যবাদীদের গুণ অর্জন করার চেষ্টা করা।

৩. নিজেদের জান-মাল নিয়ে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

আমরা বলছিলাম আমাদের সদেকিনদের সাহচর্যে যেতে হবে এবং সদেকিন হবার চেষ্টা চালাতে হবে। এখন আসুন দেখি আমরা কোন লেভেলে আছি। আমরা মহান আল্লাহর সাথে কতখানি সৎ। আমাদের কতটুকু ইমপ্রুভমেন্ট দরকার। মু'মিনের কিছু লেভেল আছে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাঠিয়েছেন তার 'ইবাদতের জন্য।

১. আমরা শির্ক ও কুফ্‌র বর্জন করে মহান আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করি– দ্বীনে প্রবেশের পর আমাদের জন্য কাজ হচ্ছে আমাদের উপর যে বিধানগুলো আছে পালন করা। বিধান পালন করতে হলে আমাদেরকে–

২. বিদআত ত্যাগ করতে হবে।

৩. কবিরাহ গুনাহ ত্যাগ করতে হবে।

৪. সগিরাহ গুনাহ ত্যাগ করতে হবে।

৫. সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬. নফল 'ইবাদতে ইতমিনান হতে হবে।

৭. জীবনের প্রত্যেকটি কাজ মহান আল্লাহর জন্য করতে হবে। ঘুম থেকে শুরু করে সবকিছু।

এখন কেউ যদি ১-৫ পর্যন্ত করতে পারে তাহলে সে নিম্ন লেভেলের মুত্তাকি। ৬ করতে পারলে মধ্যম লেভেলের। আর ৭ নাম্বার করতে পারলে সে উঁচু লেভেলের।

এই কথাগুলো আসলে যত সহজে বলা হলো ব্যাপারগুলো এত সহজ নয়। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে আমরা আমাদের স্তর এর উন্নতি করতে পারি। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।" *(ইকাযুল হিমাম- শাইখ আল ফুলানী, ৫০ পৃ.)*

"আমরা আমাদের কথাগুলো কোন্ দলিল হতে গ্রহণ করেছি এটা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।" *(ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা* الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء *গ্রন্থে ১৪৫ পৃ., ই'লামুল মুয়াক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃ.। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়- ৬/২৯৩ পৃ., আশ্ শারানী, আল মিযান- ১/৫৫ পৃ.। শাইখ আল ফুলানী, ইকাযুল হিমান- ৫২ পৃ., ইমাম মুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত)*

কিশোর ভুবন

জান্নাতে একটি বাগানের বিনিময়ে খেজুরের বাগান দান

–আবু তাসনীম*

আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

তার আসল নাম সাবেত ইবনু দাহদাহ্।

তবে তিনি আবূ দাহদাহ্ নামে সমধিক পরিচিত।

তিনি একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। মদীনায় মুসআব ইবনু ওমায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার দানশীলতার কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

মদীনা ছিল খেজুরের বাগান সমৃদ্ধ এলাকা। মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের পর তাকে 'মদীনাতুন নবী' নামে আখ্যায়িত করা হয়। মদীনার চতুর্পার্শ্বে ছিল বাগান আর বাগান। এ সব বাগান ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। এ বাগানসমূহের মধ্যে এক ইয়াতীম বাচ্চার একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে অন্য এক লোকেরও একটি বাগান ছিল। বাগানে গাছসমূহ অঙ্গাঙ্গীভাবে একে অপরের সাথে মিলিত ছিল। বৃষ্টির কারণে যদি কোনো খেজুর নিচে পড়ে যেত তখন নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে যেত যে, এটা কোন গাছের খেজুর। ইয়াতীম বাচ্চাটি চিন্তা করল যে, আমি একটি দেয়াল দিয়ে বাগানটি আলাদা করে নেই। যাতে করে প্রত্যেকের অংশ স্পষ্ট হয়ে যায়। যখন দেয়াল দিতে শুরু করল তখন তার প্রতিবেশীর খেজুর গাছ মাঝে পড়ল যার কারণে দেয়ালটি সোজা হচ্ছিল না। প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বললো, আপনার বাগানে অনেক খেজুর গাছ, আমি একটি দেয়াল দিতে চাচ্ছি, কিন্তু আপনার একটি খেজুর গাছের কারণে দেয়ালটি সোজা হচ্ছে না। ঐ গাছটি আমাকে দিয়ে দিন তাহলে আমার দেওয়ালটি সোজা হয়ে যাবে; কিন্তু সে রাজি হলো না। বাচ্চাটি বললো, ঠিক আছে তাহলে আপনি আমার কাছ থেকে তার মূল্য নিয়ে নিন। যাতে করে আমি দেয়ালটি সোজা করতে পারি। সে বললো, আমি তা বিক্রিও করব না। ইয়াতীম খুব বুঝাতে চাইল। প্রতিবেশীর অধিকারের কথা বললো, কিন্তু সে ছিল দুনিয়ামুখী তাই সে না ইয়াতীমের অসহায়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করল, না প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি। সে ইয়াতীমকে বললো, এটা তোমার ব্যাপার, তুমি জানো তুমি কি করবে? তোমার দেয়াল সোজা করবে না বাঁকা করবে। আমার এতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু আমি খেজুর গাছ বিক্রি করব না। ইয়াতীম যখন পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হলো তখন সে চিন্তা করল যে, এমন একজন ব্যক্তি আছে যদি সে সুপারিশ করে তাহলে হয়ত বা আমার কাজ হতে পারে। একথা মনে আসা মাত্রই সে মসজিদে নববীর দিকে পা বাড়াল।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সাহাবাগণের খুব বেশি মুহাব্বত ছিল। ঐ ইয়াতীম মসজিদে নববীতে এসে সোজা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আরজ করল,

হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার বাগান অমুক ব্যক্তির বাগানের সাথে মিশে আছে। আর আমি এর মাঝে দেয়াল দিচ্ছি; কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত দেয়াল সোজা হচ্ছে না যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ আমার দখলে আসবে। আমি তার মালিককে বলছি যে, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি তাকে যথেষ্ট বুঝানোরও চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে তা বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য তার কাছে একটু সুপারিশ করুন যেন সে আমাকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দেয়।

তিনি বললেন, যাও! তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ঐ ইয়াতীম তার কাছে গিয়ে বললো, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে ডেকেছেন।

সে মসজিদে নববীতে আসল, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে তোমার বাগান থেকে তার বাগান পৃথক করতে চায়। তোমার একটি খেজুর গাছের কারণে সে তা পারছে না। তুমি তোমার ভাইকে ঐ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও।

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

ঐ ব্যক্তি বললো, আমি দিব না। তিনি আবার বললেন, তোমার ভাইকে এ খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জান্নাতে একটি গাছের জিম্মাদার হলাম। ঐ লোকটি এত বড় একটি কথা শুনেও বললো, না আমি দিব না। তিনি তখন চুপ হয়ে গেলেন, এর চেয়ে বেশি তিনি তাকে আর কি বলতে পারেন!

সাহাবাগণ চুপ থেকে কথাবার্তা শুনছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছিলেন। মদীনায় তার খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। সেখানে ৬০০ খেজুর গাছ ছিল। উন্নত মানের খেজুরের কারণে বাগানটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এর খেজুর এত উন্নতমানের ছিল যে, বাজারে তার খুব চাহিদা ছিল। মদীনার বড় বড় ব্যবসায়ীরা এ কামনা করত যে, হায়! এ বাগানটি যদি আমার হতো।

আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐ বাগানের মধ্যে খুব সুন্দর করে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সপরিবারে সেখানে বসবাস করতেন। মিষ্টি পানির কূপ এ বাগানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছিল। আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা শুনছিলেন তখন মনে হলো যে, এ দুনিয়া কি? আজ নয় তো কাল মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরপর শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন। সে জীবন হয় আরাম আয়েশ পূর্ণ, না হয় দুঃখে ভরপুর। যদি জান্নাতে একটি খেজুর গাছ মিলে যায় তাহলে আর কি চাই?

সামনে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যে কথা আপনি বললেন এটাকি শুধু তার জন্যই? আমি যদি ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে খেজুর গাছটি কিনে এ ইয়াতীমকে দিয়ে দিই তাহলে আমিও কি জান্নাতে খেজুর গাছের মালিক হব? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ সুযোগ তোমার জন্যও।

আবূ দাহদাহ্ ঐ লোকটিকে বললো, তুমি আমার অমুক বাগানের বিনিময়ে ঐ খেজুর গাছটিকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। লোকটি আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে বললো, তুমি কি আমার সাথে তামাশা করছো?

আবূ দাহদাহ্ বললো, না। মোটেই না।

লোকটি পুনরায় বললো, তুমি কি সত্যিই বলছো?

আবূ দাহদাহ্ বললো, হ্যাঁ আমি সত্যই বলছি।

লোকটি বললো, আমি রাজি।

আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললো, তুমি আমার কাছে যে খেজুর গাছটি বিক্রি করেছো তা আমি এই ইয়াতীম শিশুকে দিয়েদিলাম। তিনি ইয়াতীম শিশুকে বললেন, তুমি তোমার বাগানের দেয়াল সোজা করে তুলে ফেলো। যে গাছ সমস্যার সৃষ্টি করছিল; তা এখন তোমার।

ঐ লোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি যে বাগানটি কিনেছো তা তুমি বুঝে নাও। মনের মাদুরী মিশিয়ে যে বাড়িটি তিনি তৈরি করেছিলেন মদীনার প্রসিদ্ধ বাগানে। যে বাগান ছিল ছায়াঘেরা নয়নাভিরাম দৃশ্যে ভরপুর। সুমিষ্ট ঝর্ণা, ঘন গাছের স্নিগ্ধ ছায়া ও পাখির কলকাকলিতে যে বাগান ছিল সদা মুখর। সে বাগান ও বাড়ি জান্নাতে খেজুর গাছের বিনিময়ে তিনি বিক্রি করে দিলেন।

আবূ দাহদাহ্ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উদ্দেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এখন কি আমি জান্নাতের খেজুর গাছের মালিক হতে পেরেছি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : আবূ দাহদাহর জন্য জান্নাতে কতই না খেজুরের বাগান অপেক্ষা করছে।[৮৫]

এ হাদীস বর্ণনাকারী রাবী বলেন, এ শব্দটি তিনি এক, দুই বা তিনবার বলেননি; বরং বারবার এ কথাটি বলেছেন। আবূ দাহদাহ্ জান্নাতে খেজুরের বাগান নিশ্চিত করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। মনে মনে ভাবলেন, বাড়িতে গিয়ে ব্যবহারিক কিছু কাপড় চোপড়, কিছু জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে স্ত্রী সন্তানসহ বের হয়ে আসবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, আমি বাগান বিক্রির সময় তো কোনো কিছু নেয়ার কথা উল্লেখ করিনি। বাড়িঘর তৈজসপত্র, পোশাক কোনো কিছুর কথা উল্লেখ করিনি। সুতরাং কোনো কিছুই আমার নেয়া ঠিক হবে না। তিনি বাগানের বাহির থেকে ডাক দিলেন,

উম্মে দাহদাহ্! উম্মে দাহদাহ্ স্বামীর ডাক শুনে আশ্চর্য হলেন! ভাবলেন, স্বামী ভেতরে না এসে বাহির থেকে কেন ডাকছে? আবার ডাক শুনতে পেলেন,

উম্মে দাহদাহ্! জবাব দিলেন ভেতরে আসো।

---

[৮৫] *বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান- হা. ৩১৭৭।*

আবূ দাহদাহ্ বললেন, না; বরং তুমি সন্তানদের নিয়ে বের হয়ে আসো।

উম্মে দাহদাহ্ বললেন, দাঁড়াও আমি সব কিছু গুছিয়ে নেই।

আবূ দাহদাহ্ বললেন, কিছু গোছাতে হবে না। তুমি শুধু সন্তানদের নিয়ে বের হয়ে আসো। কারণ আমি বাগান বিক্রি করে দিয়েছি। তাছাড়া বাগান বিক্রির সময় ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, পোশাক-আশাক কোনো কিছুর কথা যেহেতু উল্লেখ করা হয়নি তাই এগুলোর কোনো কিছুই নেয়া যাবে না। তুমি খালি হাতে বের হয়ে আসো।

উম্মে দাহদাহ্ বললেন, তুমি বাগান কার কাছে বিক্রি করেছো? কত টাকা বিক্রি করেছো? আবূ দাহদাহ্ বললেন, আমি জান্নাতে একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে আমাদের বাগানটি বিক্রি করে দিয়েছি। উম্মে দাহদাহ্ বললেন,

رَبِحَ الْبَيْعُ يَا اَبَا الدَّحْدَاحَ.

অর্থ : তুমি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করেছো।

তোমার ব্যবসা খুবই ভালো হয়েছে। এতো বেশি লাভ হয়েছে যে লাভের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আমাদের এমন বৃক্ষ দিবেন যে বৃক্ষের ছায়া সত্তর হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করলেও শেষ হবে না।

উম্মে দাহদাহ্ তার সন্তানদের কাছে এনে পকেট হাত দিয়ে যা কিছু পেলেন তা রেখে সন্তানদের নিয়ে বের হয়ে আসলেন। বললেন, এগুলো আমাদের নয়। এগুলো মহান আল্লাহকে আমরা দিয়ে দিয়েছি। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জান্নাতে একটি খেজুরের বাগান দিয়েছেন। এখানকার কোনো কিছুই আমরা নিতে পারব না; এর বিনিময় হয়ে গেছে।[৮৬]

আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও উম্মে দাহদাহ্-এর ভূমিকা কেমন ছিল তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? ঐ সময়ে উট ও খেজুরের বাগান ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আবূ দাহদাহ্-এর খেজুরের বাগান যেনতেন কোনো খেজুরের বাগান নয়; বরং মদিনার সেরা বাগান। যে বাগানের মালিক হওয়ার জন্য অনেক ব্যবসায়ী লালায়িত ছিল। খেজুরের বাগানের ভেতর সুমিষ্ট ঝর্ণার পানি এ বাগানের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ রকম একটি খেজুরের বাগানের মধ্যে আবূ দাহদাহ্ অনেক শখ করে মনের মাধুরী মিশিয়ে বাড়ি করেছিলেন বসবাসের জন্য। যে বাগান ছায়াঘেরা মায়াঘেরা। পাখির কলকাকলিতে যে বাগান ছিল সদা মুখরিত। মরুভূমির রোদ যখন অগ্নিস্ফুঙ্গি বিতরণ করত তখন এ বাগানের ভেতর প্রবেশ করলে প্রশান্তিতে মন ভরে যেত। ঐ সময়ে এ রকম একটি মূল্যবান বাগান দুনিয়ার কোনো মোহে নয়; বরং দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। স্বামীর এ সিদ্ধান্তে স্ত্রী রাগ করেননি, অভিযোগ করেননি; বরং স্ত্রী যেন স্বামীর চেয়ে আরো অগ্রগামী। ঐ সময়ে মদিনায় এ রকম একটি উন্নত মানের বাগান এখনকার সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকার বাড়ির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি তারা পরকালকে নিজেদের জীবনে কীভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা কি পারব এ রকম করতে? যদি ইসলামকে ভালোবেসে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় এ রকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারি তাহলে ইসলামের আলোয় আবার সারা দুনিয়া আলোকিত হবে। ইসলামের প্রকৃত স্বাদ দুনিয়াবাসী পাবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে। শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে সাধারণ লোকজনকে দেখিয়ে দিতে হবে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবিদের চরিত্র কেমন ছিল?

আবূ দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং উম্মে দাহদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র এ দান কোনো সাধারণ দান ছিল না। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর আশা পূর্ণ এবং একজন ইয়াতীমকে সহায়তা করার জন্য দুনিয়ায় নিজের মূল্যবান সম্পদ তারা মহান আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

স্বীয় বাসস্থান, মূল্যবান সুস্বাদু খেজুর বাগান, কূপ ছেড়ে দিয়ে মানব জাতির জন্য দানের এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। এটাই হলো সত্যিকারের রাসূল প্রেম। ❑

[৮৬] *মুসনাদে আহমাদ- ১/১৪৬; মাজমাউয যাওয়াদ- ৯/৩২৪; আল ইসাবা ফী তামযিযিস সাহাবা- হা. ৯৪৬৭।*

কবিতা

মুসলিম হতে চাই

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

কোনো কবি হতে নয়, নহে নৃপতি হতে
একজন মুসলিম হবার তরে, এসেছি ধরাতে
নিজ স্বার্থ করে উদ্ধার, ছুরি বিঁধে পরের বুকে
একফোঁটা অশ্রু ঝরে না যার, অন্যের কষ্টে দুঃখে!
সে পায় শুভ সংবর্ধনা, মানবদরদী খেতাব
মুসলিম তো দূরের কথা, তাকে মানুষ বলবে কোন কিতাব?
কুৎসিত নারীকে পায়ে দলো
সুন্দরের পিছে কেন ছুটে চলো!
তারা কি নয় মানুষ? করুণা হয় না কেন?
মুসলিমের কর্ম নয় তো কভু হেন।
কোনো মানুষকে ঘৃণা করে না মুসলমান
নষ্ট করে না কভু কারো সম্মান।
মুসলিম কারো উপর তোলে না হাত
করে না গালমন্দ
শান্তি প্রিয় এ জাতি, করে না কভু দ্বন্দ্ব।
যদি ধন বিত্তের লালসা থাকতো অন্তরে
এসেছিল সহস্র সুযোগ স্তরে স্তরে
বড় হতে চাইনি অন্যায় পথে
চাই, শুধু একজন মুসলিম হতে।
হে বৎস! জোড় হস্তে করি অনুনয় বিনয়
মুসলিম হও, মুসলিম অমরত্ব মরেও বেঁচে রয়।
মুসলিম খুঁজে না লাভ পরোপকারে
দান করে সদা নিজে থেকে অনাহারে।
শির্ক বিদআত করে না মুসলিম 'আক্বিদায়, কথা ও কর্মে
কুসংস্কারের কোনো ঠাঁই নেই, ইসলাম ধর্মে।
মুসলিম বিরামহীন যোদ্ধা, যুদ্ধে ব্যস্ত প্রাণপণে
যত কূপ্রবৃত্তি আর শয়তানের সনে।
মুসলিম চিনবে কেমনে? দেখবে যে সর্বক্ষণে
মহান আল্লাহকে করে ভয়!
দ্বিধাহীনভাবে বুঝে নেবে, সে মুসলিম নিশ্চয়।
নামায পড়ে কত নামাযী, কাঁদতে দেখেছ ক'জনরে?
না বুঝেই তিলাওয়াত যেন মন্ত্র পড়ে।
নিজেই বুঝে না রবের সাথে, করছে কি আলাপ-
মুষলধারে যাচ্ছে পড়ে, পাগলের প্রলাপ!
মুসলিমের ঘরে জন্মিলেই কি মুসলিম হয়?
মুসলিম হওয়া কোনো পৈতৃক সম্পত্তি নয়।
কুরআন সুন্নাহর কাছে, করে যে সমর্পণ
জেনে রেখ নিশ্চয়, মুসলিম সে জন।
কবি বেশে কভু চলিনি আমি, কাঁধে ঝুলাইনিকো থলে
ভবেতে দু'এক বাক্যের কবি, বড় বড় কথা বলে
পণ্ডিতি জাহির করতে গিয়ে স্রষ্টাকেই অস্বীকার
নোংরা কথা জুটছে তাই ভাগ্যে কবিতার।
খেয়াল খুশি যাচ্ছে লিখে, ভাইরাল হবার জন্য
এরাই হলো মানবরূপী সত্যিকারের বন্য।
স্রষ্টা অস্বীকারে কাঁপে না যার প্রাণ
ললাটে জুটবেনা তার খ্যাতির সুঘ্রাণ।
নিজেকে জাহির করতে হবে না তুমি কবি
কর্মই তোমার হাওয়ায় ভেসে বলে দিবে সবি
মানব মুক্তির দিশা লক্ষ্য যদি হয়
অনায়াসেই শত খ্যাতি পাবে নিশ্চয়।
পর প্রতিভায় হিংসা করি না, শ্রদ্ধা জানাতে চাই
কল্যাণের তরে কলম ধরুক, কোনো আপত্তি নেই
শুধু কবি হবে কেন? একজন মুসলিম হও
সর্ব সুখ্যাতি আপনার করে লও।
শ্রেষ্ঠ মানব মহানবী তাকেই করো অনুসরণ
জীবনে করে নাও তাঁর সুন্নাতকে বরণ
তাঁর মতো মানুষ কভু আসবে না ধরাতে
যশ-খ্যাতির মোহে নয়, মুসলিম হতে এসেছিলেন ধরাতে।
মুসলিম শুধু নামায রোযায় বন্দী নয়
সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধ মানতে হয়।
নৃপতি, যশ-খ্যাতি নয়, পূর্ণ সফলতা
যদি না-হও মুসলিম, সবি ব্যর্থতা!
ইসলাম ছাড়া যত আছে সংবিধান
সবি নিষ্ফল হবে, হবেই ম্লান।
মুসলিম হলেই ধন্য জীবন, পুণ্য হবে কামাই।
কোনো কবি হতে নয়, আমি মুসলিম হতে চাই।

সমাপ্ত

সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক সেমিনার শেষে জমঈয়ত সভাপতির দেশে প্রত্যাবর্তন

'বিশ্বের খ্যাতিমান ওলামা-মাশায়েখ ও আন্তর্জাতিক দাওয়াহ্ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয়' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এর আয়োজন করে রাজকীয় সৌদি আরবের ধর্মমন্ত্রণালয়। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্স-এর শুভ সূচনা হয় গত ১৩ আগস্ট রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় এবং পরদিন ১৪ আগস্ট সোমবার বিকাল ৪টায় সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। কনফারেন্সে যোগদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় সভাপতি গত ১১ আগস্ট শুক্রবার রাতে সৌদি এয়ার লাইন্সযোগে জেদ্দার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

পবিত্র মক্কা নগরীর বায়তুল্লাহ'র কোলঘেঁষে পাঁচ তারকা হোটেল হিলটন-এর কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে বিশ্বের ৮৫টি দেশের দেড় শতাধিক খ্যাতিমান আলেম ও ইসলামী স্কলারগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজকীয় সৌদি সরকারের ধর্মমন্ত্রী শাইখ ড. আব্দুল লতীফ বিন আব্দুল আযীয আলুশ্-শাইখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই মহতি কনফারেন্স আয়োজনের জন্য সৌদি বাদশাহ্ সালমান বিন আব্দুল আযীয আলে-সাউদ, প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান, ধর্মমন্ত্রী শাইখ ড. আব্দুল লতীফ বিন আব্দুল আযীয আলুশ্-শাইখ, ধর্মসচিব শাইখ ড. আওয়াদ আল আনাযীকে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

জমঈয়ত সভাপতি বলেন, বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ'র পারস্পরিক বিভেদ-বিভাজন ও অনৈক্য জাতীয় সমস্যা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এহেন সন্ধিক্ষণে সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয় যে কনফারেন্সের আয়োজন করছে তা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও প্রশংসার্হ। তিনি বলেন, আমি মনে করি, এই কনফারেন্স-এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের দার উন্মোচিত হয়েছে; যা সৌদি সরকারের ভিশন- ২০৩০ এর প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিবে। তিনি আরো বলেন, তাওহীদের সূতিকাগার ও উর্বর ভূমি সৌদি আরব বিশুদ্ধ আকীদাহ ও মানহাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। তাদের দাঈগণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাওহীদের এই মর্মবাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। ফলে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এখন তাওহীদের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে।

মাননীয় সভাপতি আরো বলেন, ইসলাম আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে শিক্ষা দেয়। কুরআন-সুন্নাহ'য় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকিদ এসেছে। চরমপন্থা কিংবা বাতিলের সাথে আপোষকামিতাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সৌদি আরবের পথ ধরে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো এ জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক ত্বরান্বিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

এ কনফারেন্সে যোগদান করেন পবিত্র কাবা'র ইমাম ও খতীব আল্লামা ড. আব্দুর রহমান আস সুদাইস, পবিত্র মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শাইখ আলী আল হুযাইফী, অল-ইন্ডিয়া জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ আসগর আলী মাদানী, পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি প্রফেসর সাজেদ মীর, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান শাইখ মাহমুদুল হাসান-সহ বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কিরাম।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ধর্মসচিব শাইখ ড. আওয়াদ আল আনাযী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পবিত্র কুরআন মাজিদ পোড়ানোর প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দাসহ মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করে কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করেন।

উল্লেখ্য যে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি চলতি বছরে সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে রয়েল গেস্ট হিসেবে পবিত্র হজ্জ পালন করেন। এছাড়াও তিনি সৌদি আরব, জাপান, ভারতের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন। জমঈয়ত সভাপতি গত ১৫ আগস্ট মঙ্গলবার দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

গাজীপুরে মসজিদ ও মাদ্‌রাসা ভবন উদ্বোধন

গত ১৮ আগস্ট শুক্রবার, গাজীপুর জেলার পিরুজালী ইউনিয়নের অন্তর্গত পিরুজালী মধ্যপাড়া মাহমুদিয়া মসজিদ ও কওমী মাদরাসার নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জুমুআর উদ্বোধনী খুতবা প্রদান করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল ও আরাফাত সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

খুতবাহ্ ও সালাত পরবর্তী মাদ্‌রাসার পরিচালক হাফেয মোশাররফ হোসেনের পরিচালনায় ও হাফেয আব্দুল্লাহ আল জাওয়াদ-এর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান মো. জামাল উদ্দীন এ সভায় উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন। শাইখ হারুন হুসাইন মসজিদ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও পরিচালনা পদ্ধতির উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে স্থানীয় শুব্বান কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জমঈয়তের কাজকে গতিশীল করতে স্থানীয় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের প্রতিও উদাত্ত আহ্বান জানান।

এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ইয়াতিম ও নও-মুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি এড. আবু বকর সিদ্দীক, গাজীপুর জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি কাজী আমীনুল ইসলাম এবং স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতাকর্মীবৃন্দ।

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, দোলেশ্বর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-এর জন্য **অধ্যক্ষ আবশ্যক**। উল্লেখিত পদে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদন আহ্বান করা হলো।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই দাওরায়ে হাদীস এবং আরব বিশ্বের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হতে হবে। পিএইচডি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২. প্রার্থীকে অবশ্যই সালাফী 'আক্বীদায় বিশ্বাসী এবং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে।

৩. মনোনীত অধ্যক্ষকে আবাসিক সুবিধাসহ আলোচনা সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা হবে।

৪. আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ পদে কমপক্ষে ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫. আবেদনপত্রের সাথে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ৩ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

৬. প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ৫০ বছর হতে হবে।

৭. আগ্রহী প্রার্থীকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সভাপতি/সেক্রেটারি, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, দোলেশ্বর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা

দোলেশ্বর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। **মোবাইল :** ০১৭১১০৫০৭১০, ০১৭১১৫৪৯০৪৪, ০১৭১১৫২৯৭৬০, ০১৭১৫০৪৮৬৬৪। ই-মেইল : islamiamadrasahdoleshwar1975@gmail.com

শুব্বান সংবাদ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুলাই-২০২০ শনিবার ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ**-এর ১০ম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলনে সাংগঠনিক অধিবেশনের পাশাপাশি দাওয়াহ অধিবেশন নামে একটি পৃথক পর্ব ছিল, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সভাপতিত্ব করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর ৯ম সেশনের সভাপতি **ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী**।

দাওয়াহ অধিবেশনে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সের পরিচালক শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর এর অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুর নূর মাদানী প্রমুখ।

সাংগঠনিক অধিবেশনে বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মোতাহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিবৃন্দের মধ্যে প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, শাইখ মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী ও মো. রেজাউল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজারের অধ্যক্ষ শাইখ ড. যাকারিয়া আব্দুল জলীল মাদানী, শাইখ ড. রেজাউল করিম মাদানী, বিশিষ্ট দাঈ' শাইখ ড. আব্দুল বাসীর মাদানী, দি মেসেজ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী প্রমুখ।

সম্মেলনে অতিথিবৃন্দ ও বক্তাগণ শুব্বানের গতিশীল কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলবৃন্দকে সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শুব্বানের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দাওয়াহ অধিবেশন ও সাংগঠনিক অধিবেশনের উদ্বোধক ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা জনাব কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ (সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই ও চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড) ও জনাব এম. এ. সবুর (চেয়ারম্যান, মাসকো গ্রুপ) জমঈয়তের ভবিষ্যত নেতৃত্ব গঠনে শুব্বানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং শুব্বানের নতুন নেতৃত্বকে নিরলস ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক শুব্বানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে দাওয়াতী কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সম্মেলনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম সেশনের নতুন দায়িত্বশীলদের পরিচয়

করিয়ে দেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী।

২৮ জুলাই শুক্রবার বাদ মাগরিব জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর ১০ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সারা দেশ থেকে আগত ৮১ জন মজলিসে আম সদস্যের প্রত্যক্ষ ভোটে দুই বছরের (২০২৩-২০২৫) জন্য মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক সভাপতি ও হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ সাধারণ সম্পাদক এবং ১৮ জন মজলিসে ক্বারারের দায়িত্বশীল নির্বাচিত হন। এছাড়া আরো ৫জন মজলিসে ক্বারার সদস্য জমঈয়ত ও শুব্বান সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হন। ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত জমঈয়ত ভবনের আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহ.) অডিটোরিয়ামে এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ণ কমিটির বিবরণ– মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক (সভাপতি), জাহিদ হাসান মাদানী (সহ-সভাপতি), আব্দুল্লাহীল হাদী (সহ-সভাপতি), হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (সাধারণ সম্পাদক), তানযীল আহমাদ (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক), ইমাম হাসান মাদানী (কোষাধ্যক্ষ), মো: আকবর আলী (সাংগঠনিক সম্পাদক), হাফেয আশিক বিন আশরাফ (প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক), আব্দুল মতিন (শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক), আবু লায়েছ ফাহিম (সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক), ইবরাহীম খলীল (ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক), আব্দুল ওয়াদুদ গাজী (প্রশিক্ষণ সম্পাদক) মো: আতিক চৌধুরী (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক), মো: নাজিবুল্লাহ (তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক), হাফেয হাবিবুর রহমান (বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক), মো: মাসউদুর রহমান (আইন বিষয়ক সম্পাদক) হেদায়াতুল্লাহ (দফতর সম্পাদক), তাকী উদ্দীন (পাঠাগার সম্পাদক)। জমঈয়ত সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ক্বারার সদস্য মামুন উর রশীদ, রায়হান কবির ও আবু বকর ইসহাক। শুব্বান সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ক্বারার সদস্য মো: ইয়াসিন ও আব্দুর রহমান মাদানী।

১০ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরিচালনা করেন উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারি আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর। কমিশনের অন্য সদস্যগণ হলেন, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, দফতর ব্যবস্থাপনা সেক্রেটারি চৌধুরী মোমিনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দকে এবং মজলিসে আম সদস্য পদ থেকে বিদায়গ্রহণকারীদেরকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিগত সেশনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও সেক্রেটারির পক্ষ থেকে আব্দুল মতিন এবং হাফেয আশিক বিন আশরাফকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে শুব্বানের সহযোগী সংগঠন শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)-এর শিল্পীবৃন্দ। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধ স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

পাবনা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল

গত ২১ জুলাই শুক্রবার পাবনা জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুরাতন বাঁশ বাজার আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিকাল ০৩টায় অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলা শুব্বানের সভাপতি শাইখ আতিকুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ও শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি ও পাবনা জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)।

বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় মজলিসে কারার সদস্য মুহাম্মদ তাকী উদ্দিন।

এছাড়াও জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মো, ইমদাদ হোসেন, সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান, সহ-সেক্রেটারি আলহাজ্জ রফিকুল ইসলাম বেনজির ও মো. রাশেদুজ্জামান, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মদ আমিনুর রহমান সোনাই, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মো. ফরিদুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক শাইখ সানাউল্লাহ, মাদরাসা দারুল হাদীস পাবনা'র সভাপতি আলহাজ্জ মো. শফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ মো. আকাদুল্লাহ, মাওলানা জিল্লুর রহমান এতিমখানা পাবনা'র সভাপতি আলহাজ্জ নূর উদ্দিন আহমেদ বাবলু, জেলা জমঈয়তের সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন লালু, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাইখ মোশাররফ হোসেন, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক শাইখ মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মাদরাসা দারুল হাদীস পাবনা'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাইখ নুরুল ইসলাম মাদানী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জোন প্রধান শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী ও পাবনা জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা শাইখ ফারুখ আহমদ।

উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল অধিবেশনে আগত জেলার প্রতিটি এলাকার শুব্বান সভাপতি, সেক্রেটারি ও সুধীজনের সাথে দীর্ঘ পরামর্শের ভিত্তিতে পাবনা জেলা শুব্বানের নতুন সেশনের কমিটি গঠন করেন– শাইখ ইমরান হোসেনকে সভাপতি, ওলিউল্লাহ বিন আতাহার বিশ্বাসকে সহ-সভাপতি, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল গাফ্ফারকে সাধারণ সম্পাদক, মাহফুজুল হক রতনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আব্দুল গাফ্ফার বিন আব্দুস সাত্তারকে কোষাধ্যক্ষ, সাকিব হাসান বিন শহিদ সরদারকে সাংগঠনিক সম্পাদক, আব্দুল্লাহ যুবাইর বিন শামসুল হককে প্রচার সম্পাদক, রেজওয়ান বিন আব্দুল মান্নানকে যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক, শুভ বিন সিরাজ মালিথাকে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, মো. শামীম হোসেনকে ছাত্র-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আল-আমিন বিন আলতাফকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মো. মুর্শিদ বিন মোশাররফকে তথ্য-গবেষণা সম্পাদক, আব্দুর রহমানকে দফতর সম্পাদক, সুলতান মণ্ডলকে পাঠাগার সম্পাদক, রামীম সানীকে যুগ্ম-পাঠাগার সম্পাদক, মো. ঈসা বিন ইউনুস, হাফেয মো. ইবরাহীম, মিরাজুল ইসলাম ও মো. হাসিবুল ইসলামকে সদস্য করে ১৯ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়াও শুব্বানের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির লক্ষ্যে আর্থিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে অতিথিবৃন্দের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দানের মাধ্যমে কাউন্সিল অধিবেশনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শেরপুর জেলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২২ জুলাই শেরপুর জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর জেলার অন্তর্গত নকলা উপজেলাধীন নারায়ণ খোলা বাজার কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে সকাল সাড়ে ১০টায় অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শেরপুর জেলা শুব্বানের সভাপতি মো. হাসান জোবায়ের। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক তানযীল আহমাদ। প্রধান আলোচক ছিলেন শেরপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মাজহারুল আলম। অতিথিবৃন্দের আলোচনার পর সুধীজনের সাথে দীর্ঘ পরামর্শের ভিত্তিতে মো. হাসান জোবায়েরকে সভাপতি ও জিয়াউল হককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে জেলা শুব্বানের ১৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

যে পাতা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়

ডায়াবেটিস হলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গ্লুকোজ পৌঁছাতে পারে না। ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়।

অতিরিক্ত শর্করাযুক্ত খাবার ডায়াবেটিসের জন্য যেমন দায়ী। এছাড়া আরও অনেক কারণে ডায়াবেটিস হতে পারে। ডায়াবেটিস কখনো পুরোপুরি ভালো হয় না। তবে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে খেতে পারেন তুলসী পাতা। তুলসী পাতা শুধু ঠান্ডা কাশিই ভালো করে তা নয়, ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া এই পাতার রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ।

আসুন জেনে নেই তুলসী পাতার ঔষুধিগুণ–

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় : তুলসী পাতা রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, ত্বকের রোগসহ হাজারো রোগ সারায় তুলসী পাতা। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতেও তুলসী খুব ভালো কাজ করে।

কোলেস্টোরেলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে : তুলসীর পাতা রক্তে শর্করার স্তর সঠিক রাখে ও কোলেস্টোরেলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি শরীরের খারাপ কোলেস্টোরেলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং ভালো কোলেস্টোরেলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তুলসী টাইপ-২ ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে।

মাথাব্যথা : তুলসীর পাতায় স্ট্রেস কমানোর হরমোন কোর্টিসোল পাওয়া যায়। তাই তুলসীর পাতা চাপ কমাতে সাহায্য করে। মাথাব্যথার সমস্যায় রোজ তুলসী পাতা খেতে পারেন।

লিভারের শক্তি বাড়ায় : লিভারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রক্তে কোলেস্টরেল কমাতে তুলসী পাতা খেতে পারেন। তুলসীর পাতা নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং গলা খুসখুসের সমস্যাও কমায়।

জ্বর কমাতে সাহায্য করে : জ্বর বা ফ্লুয়ের সময় তুলসী পাতা খেলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তুলসীর ব্যবহারে পেটের নানা সমস্যারও সমাধান হয়।

পেটের ক্ষত, বমি, গ্যাস : তুলসীর পাতা পেটের ক্ষত, বমি, গ্যাস, পেট খারাপ হলে খেতে পারেন তুলসী পাতা। *[তথ্যসূত্র : (এনডিটিভি) যুগান্তর অনলাইন]*

দুর্বলতা বোধ হলেই কি ভিটামিন?

নানা রকম ভিটামিনের কৌটার প্রতি সাধারণ মানুষের বেশ আগ্রহ। দুর্বল লাগে, গা-হাত-পা ব্যথা করে, হাত-পা ঝিঁঝিঁ করে-এমন নানা অজুহাতে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি খেতে চান অনেকে। কখনো চিকিৎসককেও অনুরোধ করেন ভিটামিন লিখে দিতে। আবার স্বজন ও প্রতিবেশীরাও পরামর্শ দেন, 'আমি তো এই ভিটামিন খাই, আপনিও খেয়ে দেখুন।'

কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া যেকোনো ওষুধ সেবন শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন আমাদের রোজকার খাদ্য উপাদানের অংশ, কিন্তু এগুলো দীর্ঘ মেয়াদে ওষুধ হিসেবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গ্রহণ করা শরীরের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যাঁরা শারীরিক দুর্বলতার জন্য এ ধরনের ওষুধ সেবন করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের কিন্তু এমন ওষুধের প্রয়োজনই নেই; বরং এসবের কারণে ক্ষতি বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। জেনে রাখা ভালো, পুষ্টি উপাদানের অভাব যেমন শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি এগুলোর আধিক্যও শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্বলতার কারণ শারীরিক কোনো অসুস্থতা। পুষ্টি উপাদানের অভাবেই যে শরীর দুর্বল হয়, তা নয়। তাই হঠাৎ ওজন কমা বা দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথা ঘোরা ইত্যাদি উপসর্গের কারণ জানা জরুরি। কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে ভিটামিন খেয়ে চললে মূল রোগটি শনাক্ত হবে না। ফলে রোগটি জটিল হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

আবার পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিজনিত দুর্বলতার ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে এসব ওষুধ সেবন অনুচিত। এসব উপাদানের আধিক্য হলে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরানো, ক্ষুধামান্দ্য, বমি, পাতলা পায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এমনকি ওষুধের কারণেই হতে পারে দুর্বলতা, অনুভব করতে পারেন ক্লান্তি ও অবসন্নতা। শরীরের কর্মক্ষমতা কমে যেতে পারে। কিডনি ও লিভারের কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পেটব্যথা, শরীরব্যথা, ওজন কমে যাওয়া, ঘুমের সমস্যা, অধিক পিপাসা, অধিক প্রস্রাব, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসা, চুল পড়া, চুলকানি, ঠোঁট ফেটে যাওয়া প্রভৃতি হতে পারে স্বল্প কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে ভিটামিন সেবনে।

শরীর ব্যথার জন্য অনেকেই দিনের পর দিন ক্যালসিয়াম সেবন করতে থাকেন। কিন্তু শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলে শরীরের অভ্যন্তরে কোথাও জমা হতে পারে এই বাড়তি ক্যালসিয়াম। পিত্তথলি কিংবা কিডনিতে পাথর হতে পারে।

পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিই যদি দুর্বলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়, তখন চিকিৎসক পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাপ্লিমেন্ট বা পরিপূরক সেবন করার পরামর্শ দিতে পারেন। পুষ্টি উপাদান ঘাটতির পেছনেও কিন্তু নানা কারণ থাকে। সেই কারণ খুঁজে বের করা না হলে ঘাটতি রয়েই যাবে।

আয়রন-সমাচার : গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীর জন্য সাধারণত আয়রন ট্যাবলেটের প্রয়োজন পড়ে। তবে রক্তশূন্যতা হলেই যে আয়রন বড়ি খেলে লাভ হবে, তা নয়। রক্তশূন্যতার নানা ধরন থাকে। সব ধরনের রক্তশূন্যতা আয়রনের অভাবে হয় না। তাই আয়রন সেবন করলে সব রক্তশূন্যতার উপশমও হয় না। তার ওপর আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার কারণটি খুঁজে বের না করতে পারলে পরে অবস্থা জটিল হতে পারে।

আয়রন সেবনের বিধিবিধানও রয়েছে। আয়রন ট্যাবলেটের সঙ্গে টকজাতীয় খাবার গ্রহণ করলে আয়রন ভালোভাবে শরীরে পরিশোষণ হয়। অন্যান্য কিছু খাবারের সঙ্গে আয়রন খেলে আবার ঘটে উল্টোটা। তাছাড়া অন্য কিছু ওষুধের সঙ্গে আয়রন গ্রহণ করা হলে ওষুধের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই আয়রন সেবনের সিদ্ধান্ত কখনোই নিজে নিজে নেওয়া উচিত নয়।

ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি : কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়াম সেবন করার প্রয়োজন হতে পারে কারও কারও। যেমন বয়স্ক ব্যক্তি, মেনোপজ-পরবর্তী নারী, দীর্ঘমেয়াদি হাড়ক্ষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি। তা-ও আবার চিকিৎসকেরা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট ডোজ বা মাত্রা ঠিক করে দেন।

প্রতিটি ভিটামিন সেবনেরই মাত্রা ও মেয়াদ আছে। যেমন অনেকেই মাসের পর মাস ভিটামিন ডি খান। কিন্তু কখনোই রক্তে ডির মাত্রা পরীক্ষা করে দেখেননি। তাই কত ইউনিট কত দিন খাবেন, না জেনেই খাচ্ছেন। ফলে ভিটামিন ডি টক্সিকোসিস হতে পারে। আবার ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রেও একই কথা। অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম জমে গেলে বিপত্তি।

চাই সুষম খাদ্যাভ্যাস : সুস্থ থাকতে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা বেশি জরুরি। রোজই প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে হবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে। বিশেষ খেয়াল রাখুন পরিবারের শিশু, নারী ও বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি। শিশুরা অনেক সময় পছন্দমতো খাবার না পেলে খেতে চায় না। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এ রকম হতে পারে। পরিবারের নারী সদস্যরা আবার সবার পুষ্টি নিশ্চিত করতে গিয়ে নিজেদের দিকে খেয়াল রাখেন না। কেউ দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগলেও অপুষ্টির শিকার হতে পারেন।

সবার সুষম পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করতে পারলে ভিটামিন বা অন্যান্য পুষ্টি উপাদান ওষুধ হিসেবে সেবন করার প্রয়োজনই পড়ে না। তাছাড়া যাঁরা অন্যান্য রোগের কারণে নানা রকম ওষুধ সেবন করেন, এসব ভিটামিন কিনতে গিয়ে অযথা ব্যয় করা তাঁদের জন্য কষ্টকর। *[সূত্র : প্রথম আলো অনলাইন]*

হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে যা করবেন

বাড়িতে বা রাস্তায় কেউ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যতে পারে। তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা সাধারণত ভয় পেয়ে যাই। আর বুঝে উঠতে পারি না যে এখন কী করা প্রয়োজন।

আসুন জেনে নেই হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবেন–

১. প্রথমতো তাকে ডাকার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীর নাম ধরে ডাকুন আর নাম না জানা থাকলে কিছু একটা বলে সম্বোধন করুন।

২. রোগীকে সোজা করে শুইয়ে দিন। এ সময় রোগীকে অবশ্যই কাত করে রাখতে হবে। চিত বা উপুড় করে রাখলে রোগীর শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

৩. রোগীর নাকের কাছাকাছি একটি হাত নিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করুন, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না। শ্বাস-প্রশ্বাস চলার ব্যাপারটি বুকের ওঠানামা দেখে এবং নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেও বুঝতে পারা যায়। ঠিক এ অবস্থায় আপনাকে কয়েকটি কাজ একসঙ্গে করতে হবে।

৪. গায়ে শক্তভাবে আটকানো কোনো পোশাক থাকলে তা ঢিলা করে দিন। শক্ত করে আটকানো বেল্ট বা বক্ষবন্ধনীর জন্য রোগীর শ্বাসকষ্ট হতে পারে। কোনোভাবেই উঠিয়ে বসানো যাবে না। এ অবস্থায় কোনো খাবার দেয়া নিষেধ।

৫. আঙুলে রুমাল জড়িয়ে রোগীর মুখে জমে থাকা লালা বের করে দিতে হবে। মাথা পেছনের দিকে কাত করে ধরে থুতনি একটু উঁচু করে ধরুন।

৬. এ সময় খিঁচুনিও থাকতে পারে। খিঁচুনি হলে হাত-পায়ের কাছ থেকে আঘাত লাগতে পারে এমন সবকিছু সরিয়ে নিন। খিঁচুনির রোগীকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না। দ্রুত একপাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিন। পাশাপাশি রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনুন।

৬. শ্বাসকষ্ট হলে মুখের লালা পরিষ্কার করার পাশাপাশি খেয়াল করুন দাঁত ও জিহ্বার অবস্থান কি। যদি জিহ্বা দাঁতের মাঝে আটকা পড়ে অথবা জিহ্বা পেছনের দিকে গিয়ে শ্বাসনালির মুখ আটকে দেয়, তাহলে একটি চামচের উল্টো দিক দিয়ে দাঁতের পাটিকে খুলে জিহ্বাকে যথাস্থানে রাখার চেষ্টা করুন।

এছাড়া স্ট্রোক, অ্যাকসিডেন্ট ও মাথায় আঘাত, এপিলেপ্সি বা মৃগী, হার্ট অ্যাটাক, হঠাৎ রক্তচাপ কমে যাওয়া, ডায়াবেটিস থেকে সুগার কমে অথবা বেড়ে যাওয়া, রক্তে লবণের তারতম্য, খুব বেশি জ্বর, নেশার দ্রব্য বা বেশি মাত্রায় ওষুধ খাওয়া, সাপের কামড়, বিষক্রিয়া, বজ্রপাত ও ইলেকট্রিক শক, হিটস্ট্রোক, থাইরয়েডের বা পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সমস্যা, লিভার বা কিডনি ফেইলিউর, বিষাক্ত গ্যাসের সংক্রমণ (দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা গর্তে কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস জমে থাকে, সেখানে কেউ ঢুকলে এ ধরনের বিপদে পড়তে পারেন)।

হঠাৎ হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এটি জরুরি অবস্থা। এ পরিস্থিতিতে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দেয়া জরুরি।

যদি জানা থাকে রোগী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাহলে দেরি না করে মিষ্টি কিছু খাইয়ে দিন। গ্লুকোজ বা চিনির পানি খাওয়ানোই ভালো। *[তথ্যসূত্র : (এনডিটিভি) যুগান্তর অনলাইন]* ❑

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***সারা দিনের মধ্যে যে সকল নফল সালাত রয়েছে সেগুলোর নাম ও সময়সূচি জানিয়ে ধন্য করবেন।***

আবূ বকর
হোমনা, কুমিল্লা।

জবাব : দিনে ও রাতে ১৭ রাকআত ফর্‌য সলাত ব্যতীত সব সলাতই নফল সলাত। এর মধ্যে যে সমস্ত নফল সলাত রাসূল (ﷺ) নিয়মিত আদায় করতেন সেগুলোকে রাওয়াতিব বা সুন্নাহ মুওয়াক্বাদা বলা হয়। সেগুলো হলো ফজর সলাতের পূর্বে দুই রাকআত যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত এবং 'ইশার পরে দুই রাকআত সর্বমোট ১২ রাকআত। *(আন্ নাসায়ী- ১৭৯৬)* এছাড়া আরো কিছু সালাত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- সূর্য ওঠার পর ইশরাকের সালাত, একটু রৌদ্রের তেজ বেড়ে গেলে জুহা বা আউয়াবীনের সালাত, 'ইশার পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও বিতর সালাত পড়ার গুরুত্ব ও ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***জনৈক ওয়ায়েজীন বলেছেন, সপ্তম দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আর 'আক্বিক্বাহ্ দেওয়া যাবে না –এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান পেতে ইচ্ছুক।***

শেখ মোজাম্মেল হক
বোধখানা, যশোর।

জবাব : 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার 'আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়'– *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৮৩৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩১৬৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪১৫৩)*। তিনি বলেন, 'সন্তানের সাথে 'আক্বীক্বাহ্ জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো– *(সহীহুল বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪১৪৯)*। অতএব 'আক্বীক্বাহ্ সপ্তম দিনেই করা উত্তম। ১৪ ও ২১ তারিখে 'আক্বীক্বাহ্ দেয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস য'ঈফ। সঙ্গত কোনো কারণে যদি সময়মত করা সম্ভব না হয়, পরবর্তীতে যেকোনো সময় তা আদায় করা যাবে। *(তুহফাতুল মাওদূদ- ইবনুল ক্বাইয়িম, ৬৩ পৃ.; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা- আলবানী, ফাতাওয়া নং- ১৭৭৬; মাজমূ' ফাতাওয়া উসায়মীন- ২৫/২১৫)*। এমন কি অভিভাবক 'আক্বীক্বাহ্ না দিলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজেই নিজের 'আক্বীক্বাহ্ করতে পারে। *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায- ২৬/২৬৬)*

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমি সপ্তাহে একদিন রোযা রাখতে চাই এর মধ্যে কোন দিনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সোমবার না-কি বৃহস্পতিবার? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

রাসেল আহমাদ
কোট চাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

জবাব : সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

'প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার 'আমলনামাসমূহ মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। আমি পছন্দ করি যে, সিয়াম অবস্থায় আমার 'আমলনামা মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করা হোক।' *(আত্ তিরমিযী- হা. ৭৪৭)*

অতএব এই দুই দিনই নফল সিয়াম রাখতে চেষ্টা করুন। অগত্যা না পারলে দুইদিনের যেকোনো দিন সিয়াম রাখতে পারেন।-ওয়াল্লা-হু আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমি শুনেছি দু'আ ও দানের কারণে তাকদীর পরিবর্তন হয় –এ কথার সত্যতা জানিয়ে ধন্য করবেন।***

আয়েশা সিদ্দিকা
সোনাতলা, বগুড়া।

জবাব : সৎ 'আমল ও দু'আর মাধ্যমে মানুষের তাকদীরের পরিবর্তন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾

"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা বহাল রাখেন।" *(সূরা আর্ রা'দ : ৩৯)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'দু'আর মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হয় এবং সৎ 'আমলের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি হয়।' *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৬; জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৯০, ৪০২২; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২২৩৩, ৪৯২৫; সহীহাহ্- হা. ১৫৪)*

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমরা জানি কাদিয়ানিরা কাফের। শিয়া, মুতাযিলা, কাদারিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও কি কাফের?***

আ. রহমান
সাভার, ঢাকা।

জবাব : মু'তাযিলা একটি ভ্রান্ত দল, যারা মহান আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে– *(আওনুল মা'বূদ- ৭/৩ পৃ.)*। রাফেযীরা অধিকাংশ সাহাবীকে কাফের মনে করে। শী'আরা আবূ বকর ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করে। তারা মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর অনুসারীদেরকে গালি দেয়। আর খারেজীরা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছিল। মুরজিয়াদের 'আক্বীদাহ্ হলো 'আমলের কারণে ঈমান বাড়ে না বা কমে না এবং 'আমল ঈমানের অংশ নয়। এ জন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। মু'তাযিলা, রাফেযী, খারেজী ও মুরজিয়া ইত্যাদি ভ্রান্তদলগুলোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর অবস্থান হলো; তারা কুফ্রী 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে। অতএব তাদের মধ্যে কারো ব্যাপারে কুফ্রী 'আক্বীদার উপর দলিল-প্রমাণ সাব্যস্ত হলে তাদেরকে কাফের ফাতাওয়া দেয়া হবে। মুহাদ্দিসগণ এবং ইমাম মালেকের মতে এরা কাফের। *(কিতাবু আদাবিল খিলাফ- ইয়াসির বুরহামি, ৩য় খণ্ড, ২৩ পৃ.)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***২৫ জন সম্মানিত নবী ছাড়া আর যে সকল জান্নাতি ব্যক্তির নাম পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে তাদের নামের তালিকা আপনাদের মুখপাত্রে প্রকাশ করলে উপকৃত হতাম।***

তুষার আহমদ
রংপুর সদর।

জবাব : আল কুরআনুল কারীমে জান্নাতবাসী হিসেবে নাম উল্লেখ না করা হলেও কিছু সৎ বান্দাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- খিযির (আলাইহিস সালাম), লুক্বমান, ফিরআউনের স্ত্রী, মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) ইত্যাদি। আল-কুরআনুল কারীমে জান্নাতিদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- তাক্বওয়াবান, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল, তাওবাহ্কারী, সৎকর্মশীল, নৈকট্য অর্জনকারী ইত্যাদি ব্যক্তিরা।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***আমরা জানি সওয়াবের আশায় দলিলবিহীন কোনো কিছু করলে বিদআত। কিন্তু কেউ তো জন্মদিন সাওয়াবের আশায় পালন করে না তবে তা উদযাপনে গুনাহ হবে কেন?***

আফিফা আক্তার
বরুড়া, কুমিল্লা।

জবাব : জন্মদিন পালন করা অমুসলিমদের রীতি, যা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। এসব থেকে রাসূল (ﷺ) স্বীয় উম্মাতকে সাবধান করে বলেন, তোমরা ইহূদী-নাসারাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে হাতে হাতে ও বিঘতে বিঘতে। তারা যদি গুই সাপের গর্তে ঢুকে পড়ে, তোমরাও সেখানে ঢুকবে'– *(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৯৪, সনদ হাসান)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত'– *(সুনান আবূ দাউদ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৩৪৭; সহীহুল জামে'- হা. ৬১৪৯)*।

অতএব কেউ যদি কারো জন্মের দিনটিকে তার বিশেষ দিন মনে করে তাহলে তা ইহুদি ও মুশরিকদের বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়। আর রাসূল (ﷺ) ইহুদী ও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য পছন্দ করতেন না, তাই তিনি কখনো কখনো তাদের বিপরীত 'আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো মুসলিমের জন্য উচিত হবে না জন্মদিনের মতো অহেতুক একটি কাজ করে ইহুদি ও মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাদের দলভুক্ত হওয়া।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব প্রতি ওয়াক্ত জামা'আতের শুরুতে পাগড়ি পরিধান করে তিনি কি সুন্নাহ সম্মত 'আমল করেছেন?***

নূরুল ইসলাম
উত্তরখান, ঢাকা।

জবাব : পাগড়ি পোশাকের একটি সুন্নত। রাসূলে কারীম (ﷺ) সাধারণত যে সকল পোশাক ব্যবহার করতেন পাগড়িও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলে কারীম (ﷺ), সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের নিকট পাগড়ি একটি পছন্দনীয় পোশাক ছিল এটি আরবের একটি ঐতিহ্যও বটে।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন সময় পাগড়ি ব্যবহার করেছেন তা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিল। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫৮)*

মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওযূ করলেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫৯)*

তবে জেনে রাখা দরকার যে, পাগড়ি নির্দিষ্ট কোনো সময়, স্থান বা বিশেষ 'ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। পাগড়িকে নামাযের জন্য অপরিহার্য মনে করা অথবা পাগড়িসহ নামায আদায় করলে বিশেষ সওয়াব (যেমন- এক রাকাতে পঁচিশ রাকআত বা সত্তর রাকআতের সওয়াব) হবে –এমন ধারণা করা ভুল; বরং পাগড়ি পোশাকেরই একটি ঐচ্ছিক অংশ। উল্লেখ্য যে, পাগিড় পরিধান করে নামায আদায় করলে সওয়াব বেশি হওয়া সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা রয়েছে সেগুলোর কোনোটিই সহীহ নয়।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***কোনো সম্মানিত ব্যক্তি কে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো কি ইসলাম সমর্থন করে?***

ফারহানা
কক্সবাজার।

জবাব : ইসলামী শরিয়তে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নাজায়িয। এটি একটি জাহেলী প্রথা, যা বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে, লোকজন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাক, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নিলো'– *(সুনান আবূ দাউদ; জামে' আত্ তিরমিযী; মিশকা-তুল মাসা-সীহ- অনুচ্ছেদ : 'ক্বিয়াম', হা. ৪৬৯৯, সনদ সহীহ)*। অন্য হাদীসে এসেছে– আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অপেক্ষা কোনো ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না– *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৭৫৪, সনদ সহীহ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৬৯৮)*।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***কোনো নাস্তিক যখন নবী (ﷺ) ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তখন আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়; এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?***

মোবারক হোসেন
তানোর, রাজশাহী।

জবাব : কেউ ইসলাম অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে কটূক্তি করলে ইসলামে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যেহেতু সে ধর্মত্যাগী কাফের হিসাবে গণ্য হবে– *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)*। সাহাবীগণসহ সর্বযুগের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ ব্যক্তি কাফের, মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব– *(আস-সরিমুল মাসলূল- ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ২/১৩-১৬)*। তবে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের– *(কুরতুবী)*। এ দায়িত্ব পালন না করলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ঐ ব্যক্তি তাওবাহ্ করলে তার তাওবাহ্ কবুল হবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে। এটাই বিদ্বানগণের মত– *(লিকাউল বাবিল মাফতূহ- শাইখ সলিহ আল উসায়মীন, ৬/৫৩)*। অতএব এই অবস্থায় আমাদের করণীয় হলো তাদেরকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের প্রতিবাদ করা।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়াতুল ওযূ নাকি দুখুলুল মসজিদ আদায় করব? না দুই দুই করে উভয় সালাত আদায় করতে হবে?***

ফজর আলী
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

জবাব : একি সাথে উভয়টার নিয়ত করে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে। *(তুহফাতুল মুহতায ফি শারহিল মিনহাজ- ইবনু হাজার আল হাইতামি, ২য় খণ্ড, ২৩৭ পৃ.)*

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই যেন দু'রাকআত সলাত আদায় করে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৩৯)*

জিজ্ঞাসা (১২) : মৃত ব্যক্তিকে কীভাবে গোসল দিতে হবে, তা বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

নাসিফ আহমদ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জবাব : মৃত ব্যক্তিকে এমন এক ঘেরা জায়গায় নিতে হবে, যেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। যারা তাকে গোসল করানোর কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে এবং যারা তাদেরকে সহযোগিতা করবে, তারা ছাড়া আর কেউ তার কাছে যাবে না। অতঃপর যে গোসল করাচ্ছে সে সহ অন্য কেউ যাতে তার লজ্জাস্থান দেখতে না পায়, সেজন্য তার লজ্জাস্থানে একটি নেকড়া দিয়ে দেহের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলতে হবে। তারপর তাকে পরিষ্কার-পরিছন্ন করতে হবে। অতঃপর সালাতের ওযূর ন্যায় তাকে ওযূ করাবে। তবে বিদ্বানগণ বলেন, তার নাক-মুখে পানি প্রবেশ করাবে না; বরং একটা নেকড়া ভিজিয়ে তা দিয়ে মৃতের দাঁতসমূহ এবং নাকের ভেতরে ঘষে পরিষ্কার করে দিবে। এরপর মৃতের মাথা ধুয়ে দিবে। অতঃপর তার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিবে। তবে শরীর ধোয়ার সময় মৃত ব্যক্তির ডান অঙ্গ থেকে শুরু করবে। পানিতে বরই পাতা দেওয়া উচিত। কেননা তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সাহায্য করে। বরই পাতার ফেনা দিয়ে মৃতের মাথা, দাড়ি ধুয়ে দিবে। অনুরূপভাবে শেষ বার ধোয়ার সময় পানিতে একটু কর্পূর মিশানো উচিত। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মেয়েকে গোসলদানকারী মহিলাগণকে বলেছিলেন, 'শেষবার ধোয়ার সময় পানিতে একটু কর্পূর মিশাবে'। *[মুসলিম- অধ্যায় : 'জানাযা', উম্মে আত্বিইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, হা. ৯৩৯]*

জিজ্ঞাসা (১৩) : ইসলামে সুদ ঘুষ ও ইয়াতিমের সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কেউ যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থ নষ্ট করে তবে তার শাস্তির কথা কি বর্ণিত হয়েছে?

মো. জুলফিকার
মানিকগঞ্জ সদর।

জবাব : অন্যের যেকোনো জিনিস আত্মসাৎ করা গর্হিত অপরাধ। কেননা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন সেই খিয়ানত করা বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা হবে না'– *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬১)*। এই আয়াত দ্বারা সকল ধরনের আত্মসাত অন্তর্ভুক্ত হবে। আদি ইবনু আমিরা আল-কিন্দি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি যাকে তোমাদের কোনো কাজের দায়িত্বশীল করি, অতঃপর সে সুচ পরিমাণ বস্তু বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ আত্মসাৎ করল, সেটাই হবে খিয়ানত। কিয়ামতের দিন সেই বস্তু নিয়ে সে উপস্থিত হবে'– *(মুসলিম- হা. ১৮৩৩)*। অতএব যে ব্যক্তি অন্যের অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে হাশ্‌রের ময়দানে সে তা নিয়েই হাজির হবে এবং তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ফরয সালাতের সিজদায় তিনবার তাসবীহ পাঠ করার পর কুরআনে বর্ণিত দু'আ পড়া যাবে কি?

আবু তাহের
বল্লা, টাঙ্গাইল।

জবাব : সিজদাহ্ ও রুকূ' অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয নয়। তবে কুরআনের দু'আগুলো দু'আ হিসেবে পড়া যাবে। যেমন- হাদীসে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

"রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নিষেধ করেছেন, রুকূ' এবং সিজদাহ্ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে"– *(আন্ নাসায়ী- ১১১৯, সহীহ)*। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেছেন,

أَلَا إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"তোমরা শুনে রেখ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকূ' অবস্থায় এবং সিজদাহ্ অবস্থায় কিরআত থেকে। রুকূ'তে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করো। আর সিজদায় তোমরা দু'আ করতে চেষ্টা করো। তোমাদের জন্য দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই।" *(আন্ নাসায়ী- ১১২০, সহীহ)*

উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, রুকূ'-সিজদাহ্ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয নেই।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***কোনো ব্যক্তিকে টাকা ধার দিলে সে অর্থের যাকাত কে দেবে? ঋণদাতা নাকি ঋণ গ্রহীতা?***

নাসিরা ইসলাম
সূত্রাপুর, ঢাকা।

জবাব : যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করে এবং তা এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি-না এ ব্যাপারে সহীহ মত হলো– ঋণদাতা সম্পদশালী হলে তার উপর উক্ত অর্থের যাকাত আদায় করা ওয়াযিব হবে। সে চাইলে প্রত্যেক বছরের জন্য পৃথকভাবে যাকাত আদায় করতে পারে অথবা উক্ত অর্থ আদায় করার পরে এক সঙ্গে যাকাত আদায় করতে পারবে। আর ঋণদাতা গরিব হলে অর্থাৎ- প্রদানকৃত ঋণের অর্থ নিসাব পরিমাণ হলেও এ অর্থ ব্যতীত তার নিকট অন্য অর্থ না থাকলে উক্ত অর্থ করায়ত্ত হওয়ার পরে এক বছরের জন্য যাকাত আদায় করলেই তা আদায় হয়ে যাবে। *(শারহুল মুমতি' 'আলা যাদিল মুসতাকনি'- মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন, ৬/২৭ পৃ.)*

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***বাসস্থান যদি বড় দালানের হয় তবে এর যাকাত দিতে হবে কি?***

আলহাজ্জ নুরুল ইসলাম
স্টেডিয়াম, ঢাকা।

জবাব : কেউ যদি বসবাসের জন্য বাড়ি নির্মাণ করে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে না। তবে সেই বাসস্থান ভাড়া দিলে এবং ভাড়া থেকে প্রাপ্ত টাকা নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর তা এক বছর মালিকানায় থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে। *(মাজমূ' ফাতাওয়া- বিন বায, ১৪/১৬৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া- ২৩/২৪৭-৪৯)*

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***১০ মুহাররম মাসে রোযা রাখা যদি রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত হয় তাহলে ১০ মুহাররম কারবালায় হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পানি চেয়েছিলেন কেন?***

শাহ মো. আবু মুসলিম
নাজিমুদ্দিন রোড, ঢাকা।

জবাব : কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে অনেক কাল্পনিক এবং বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনি প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অন্যতম যে, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ফোরাত নদীর পানি পান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে পানি পান করতে দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, আশুরার সিয়াম পালন করার হুকুম হলো সুন্নাত; ওয়াজিব নয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সিয়াম পালন করত এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-ও এ সিয়াম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখনও এ সিয়াম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রামাযানের সিয়াম ফর্‌য করা হলো তখন আশুরার সিয়াম ছেড়ে দেয়া হলো। যার ইচ্ছা সে পালন করবে, আর যার ইচ্ছা পালন করবে না'। *(বুখারী- ২০০২; মুসলিম- হা. ১১২৫; আবূ দাউদ- হা. ২৪৪২)*

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***আগামী বছর প্রথম রোযা শুরু হবে ১৩/০৩/২০২৪ তারিখে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে রামাযানের খবর কারো কাছে আগে পৌঁছাবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে" উক্তিটি কতটা সঠিক?***

নুসরাত পারভিন
গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

জবাব : হাদীসের ভাণ্ডারে এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে একটি বানোয়াট কথা। এটাকে হাদীস বলে প্রচার করা সুস্পষ্টভাবে নবীজী (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা। যা পরিষ্কার হারাম। যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

عَنْ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) يَقُوْلُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلٰى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

মুগীরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিলো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১২৯১)* ❑

প্রচ্ছদ রচনা

নাখোদা মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় অবস্থিত ইসলামী স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন এই নাখোদা মসজিদ। এটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের সবচেয়ে বড় আর প্রাচীন মসজিদ। এই মসজিদের গগনছোঁয়া মিনারগুলো আজও যেন মাথা উঁচু করে আধুনিক ভারত বিনির্মাণে মুসলিম কৃতিত্ব আর অবদানের ঘোষণা দিচ্ছে। ২০০৮ সালে ভারত সরকার মসজিদটিকে হেরিটেজ বিল্ডিং বা ঐতিহ্যবাহী ভবনের মর্যাদা দিয়েছে।

ইতিহাস : বিভিন্ন পুস্তক ও ইতিহাস থেকে জানা যায় গুজরাটের কচ্ছ নামে একটা জায়গাতে কিছু মুসলিম সম্প্রদায় বসবাস করত যাদের এক কথায় "কাচ্ছি মেমন জামাত" বলা হয়ে থাকে। তাদের নেতৃত্ব দিতেন আব্দুর রহিম ওসমান নামক একজন বিখ্যাত নাবিক। মেনন সম্প্রদায় কলকাতায় বসবাস শুরু করে ১৮২০ সালের দিকে। তারা বেশিরভাগ জাহাজ, চিনি ও অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ প্রতিপত্তি ও বিপুল বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। দিনে দিনে তারা কলকাতা শহরের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলেন আধুনিক কলকাতার নানা রূপ-বৈচিত্র্য। তাদের অবদানেরই সাক্ষী এই নাখোদা মসজিদ। ১৯২৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রিটের সংযোগস্থলে আব্দুর রহিম ওসমানের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় এই মসজিদের নির্মাণকাজ। ওসমান তার নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে তৎকালীন সময়ে ১৫ লাখ রুপি নির্মাণ খরচ বহন করেছিলেন এই মসজিদের জন্য, যার বর্তমান বাজারমূল্য কয়েক শ' কোটি টাকার মতো। মুসলিমদের হাতে গড়ে তোলা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী আধুনিক কলকাতার অনন্য ইন্দো-শারাসেনিক স্থাপত্য এই নাখোদা মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৯৪২ সালে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, নাখোদা মসজিদ তৈরির আগে ওই স্থানে একটি ছোট মসজিদ ছিল। ২০১৯ সালে মসজিদটিতে আলাদা কক্ষে সকল মুসলিম নারীদের জন্য সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং আরও ব্যবস্থা করা হয় সম্পূর্ণ পৃথক প্রবেশদ্বার ও শৌচাগার। বর্তমানে মসজিদটিতে একত্রে ১৫ হাজার মানুষ সালাত আদায় করতে পারেন। ঈদের দিন মসজিদ প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে লাখের বেশি মানুষ এখানেই ঈদের জামা'আত আদায় করেন। মসজিদটি স্থাপত্যশৈলীর কারণে বর্তমানে এটি একটি পর্যটনক্ষেত্রও বটে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পর্যটকের জন্য সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই মসজিদে প্রবেশাধিকার রয়েছে এক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রবেশ মূল্য নেই। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আশপাশে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি অনন্য মার্কেট। সেগুলোতে এমন কিছু পণ্য বেচাকেনা হয়, যা সাধারণত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অনেকেই বলেন, নাখোদা মসজিদ লাগোয়া রোডের প্রতিটা কোণে কোণে পাওয়া যায় বাদশাহি মেজাজ। সুতোর কাজ করা জামাকাপড় থেকে শুরু করে সুরমা, দুর্লভ কিছু সুগন্ধি আতর, অম্বুরি তামাক, হরিণের কস্তুরী থেকে তৈরি হওয়া আতরও পাওয়া যায় এখানে।

নামকরণ : নাখোদা একটি ফার্সি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো জাহাজের ক্যাপ্টেন বা জাহাজ যোগে আমাদানি রফতানি ব্যবসা করে থাকেন এমন মানুষ। এই মসজিদটি নির্মাণ করেন কচ্ছের মেনন সম্প্রদায়ের নেতা আব্দুর রহমান ওসমান। তিনি সমুদ্রসংশ্লিষ্ট কর্ম ও বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাই তারই নামানুসারে এই মসজিদের নামকরণ করা হয় নাখোদা মসজিদ।

অবস্থান : ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের সেন্ট্রাল কলকাতার বড় বাজারের চিৎপুর অঞ্চলে অবস্থিত এই মসজিদ। মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে রবীন্দ্র সরণি ধরে দক্ষিণমুখী ৫ মিনিটের পথে জাকারিয়া স্ট্রিটের সংযোগস্থলে রয়েছে এই নাখোদা মসজিদ। অনেক দূর থেকে লাল রঙের এই দৃষ্টি নন্দন মসজিদটি যে কোনো মানুষের নজরে পড়বে।

নাখোদা মসজিদের অবকাঠামো : মসজিদটি নির্মাণ করা হয় আগ্রায় অবস্থিত প্রভাবশালী মোগল সম্রাট আকবরের সমাধির আদলে লাল বেলে পাথর আর আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে। একটি গম্বুজ, দু'টি বড়ো মিনার ও পঁচিশটি ছোট মিনার নিয়ে মসজিদটি নির্মিত। বড় মিনার দু'টির উচ্চতা ১৫১ ফুট আর ছোট মিনারগুলোর উচ্চতা ১০০ ফুট থেকে ১১৭ ফুটের মতো। চাতাল দু'টি দুর্লভ গ্রানাইট পাথর দিয়ে তৈরি। তৎকালীন সময়ের সর্ববৃহৎ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনটোশ বার্ন কোম্পানি বিহারের তোলেপুর থেকে গ্রানাইট পাথর এনে ইন্দো-সেরাসেনিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করে এই সুবিশাল নির্মাণকার্য। মসজিদটির ভেতরে রয়েছে সাদা মার্বেলের দেয়াল, বেলজিয়াম কাচ, বিশাল নামাযের জায়গা, দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো কাঠের ঘড়ি। শ্বেতপাথরে গড়া মসজিদের ভেতরের অংশ তাজমহলের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া মসজিদের প্রবেশ পথ বানানো হয় আগ্রার মোগল সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ফতেহপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজার আদলে। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

সেপ্টেম্বর

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:১৮	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৪৮
০২	০৪:১৮	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৪৭
০৩	০৪:১৯	০৫:৪০	১১:৫৯	০৩:২৫	০৬:১৬	০৭:৪৬
০ ৪	০৪:১৯	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৪৫
০৫	০৪:২০	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৪	০৭:৪৪
০৬	০৪:২০	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৪	০৬:১৩	০৭:৪৩
০৭	০৪:২১	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৪	০৬:১২	০৭:৪২
০৮	০৪:২১	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:৪১
০৯	০৪:২২	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৩	০৬:১০	০৭:৪০
১০	০৪:২২	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৮	০৭:৩৮
১১	০৪:২২	০৫:৪৩	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:৩৭
১২	০৪:২৩	০৫:৪৩	১১:৫৬	০৩:২২	০৬:০৬	০৭:৩৬
১৩	০৪:২৩	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৫	০৭:৩৫
১৪	০৪:২৪	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:০৪	০৭:৩৪
১৫	০৪:২৪	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:০৩	০৭:৩৩
১৬	০৪:২৪	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২০	০৬:০২	০৭:৩২
১৭	০৪:২৫	০৫:৪৫	১১:৫৪	০৩:২০	০৬:০১	০৭:৩১
১৮	০৪:২৫	০৫:৪৫	১১:৫৪	০৩:১৯	০৬:০০	০৭:৩০
১৯	০৪:২৬	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:১৯	০৫:৫৯	০৭:২৯
২০	০৪:২৬	০৫:৪৬	১১:৫৩	০৩:১৮	০৫:৫৮	০৭:২৮
২১	০৪:২৬	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৭	০৭:২৭
২২	০৪:২৭	০৫:৪৬	১১:৫২	০৩:১৭	০৫:৫৬	০৭:২৬
২৩	০৪:২৭	০৫:৪৭	১১:৫২	০৩:১৭	০৫:৫৫	০৭:২৫
২৪	০৪:২৮	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৪	০৭:২৪
২৫	০৪:২৮	০৫:৪৭	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৩	০৭:২৩
২৬	০৪:২৮	০৫:৪৮	১১:৫১	০৩:১৫	০৫:৫২	০৭:২২
২৭	০৪:২৯	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৪	০৫:৫১	০৭:২১
২৮	০৪:২৯	০৫:৪৮	১১:৫০	০৩:১৪	০৫:৫০	০৭:২০
২৯	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৫০	০৩:১৩	০৫:৪৯	০৭:১৯
৩০	০৪:৩০	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৮	০৭:১৮